শ্রী শ্রী গণেশ পূজা পদ্ধতি

পন্ডিত শ্রী শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য

সবার অবগতি স্বরূপ জানানো যাচ্ছে যে ॐ পৌরোহিত্য-পূজা বিজ্ঞান। 🔯 গ্রুপ নিজেরা কোনো ধরনের পিডিএফ তৈরী,পরিবর্তন,পরিবর্ধন করে না এবং এর দায় ও স্বীকার করেনা। বিভিন্ন অনলাইন মাধ্যম হতে পিডিএফ গুলি সংগৃহিত।

বরাত বিহীন

শ্রীশ্রীগণেশ পূজা পদ্ধতি

হালখাতা

(শ্রীশ্রীগণেশ পূজা, বিষ্ণু-লক্ষ্মী পূজা, বহুবিধ মুদ্রা,
হোমাদি সহ সম্পূর্ণ পূজাবিধি ও ফৰ্দ্দমালাসহ)

পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।
শ্রীশক্তিপদ চক্রবর্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সূচিপত্র

ফৰ্দ্দমালা

সিদ্ধি, সিন্দূর, তিল, হরীতকী, পঞ্চশস্য, পঞ্চগুঁড়ি, ঘট, কুণ্ডহাঁড়ি, দর্পণ, তীরকাঠি ৪, সর্বৌষধি, সাদা সূতা, পৈতা ২, পঞ্চপল্লব, ছোট চাঁদমালা, ঘটাচ্ছাদন গামছা, আসনাঙ্গুরীয়, মধুপর্কের বাটি, মধু, মাষকলাই, শ্বেতসরিষা, সশীষ ডাব, ধূপ, ধুনা, কর্পূর, বিষ্ণুর জোড়, আতপ চাউল ১ সরা, রচনা হাঁড়ি ১, পুরোহিত বরণ, বস্ত্র, উত্তরীয় ও বরণাঙ্গুরীয়, গণেশের ধুতি, লক্ষ্মীর শাড়ি, দুধ, দধি, গোময়, গোচনা, নৈবেদ্যের আতপ চাউল, ফলাদি, মিষ্টান্নাদি, নৈবেদ্য ৪, কুচানৈবেদ্য ১, থালা, গেলাস, পুষ্পমাল্য ও পুষ্পাদি, প্রদীপ, লড্ডুক, আরতির দ্রব্য, মৃত্তিকা, বালি, কাষ্ঠ, পাটকাঠি, গব্যঘৃত, বিল্বপত্র সমিধ ১০৮, লক্ষ্মীর ২৮, পূর্ণপাত্র, পান, হোমের বস্ত্রখণ্ড, কলা, দক্ষিণান্ত।

হালখাতা

নববর্ষের প্রথম দিনে অর্থাৎ ১লা বৈশাখ অথবা অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে, বাণিজ্য-বৃদ্ধির কামনায় ব্যবসায়িগণ হালখাতা (নূতন খাতা) পূজা করিয়া থাকেন; ইহাতে গণেশের সহিত বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীর পূজা করিতে হয়।

খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় সিন্দূর দ্বারা একটি স্বস্তিক বা পুত্তলিকা খাতার উপরিভাগের মধ্যে অঙ্কিত করিবেন। ইহার উভয় পার্শ্বে প্রচলিত মুদ্রায় সিন্দূর মাখাইয়া দুইটি ছাপ দিবেন দুই পার্শ্বে। তাহার উপরে সিদ্ধি ও চন্দনযুক্ত বিল্বপত্র দিবেন।

প্রতিমা বসাইবার নিয়ম

চৌকিতে নূতন বস্ত্র পাতিয়া তাহার উপর গণেশ ও লক্ষ্মী প্রতিমা দুইটিকে বসাইবেন। গণেশ প্রতিমার ডানদিকে লক্ষ্মী প্রতিমাকে বসাইবেন। প্রতিমাকে পশ্চিম অথবা দক্ষিণমুখে বসাইয়া, প্রতিমার সম্মুখে পঞ্চগুঁড়ি দ্বারা অষ্টদল পদ্ম অঙ্কন করিয়া তদুপরি গঙ্গামৃত্তিকা বা শুদ্ধ মৃত্তিকা দিয়া তাহার উপর পঞ্চশস্য দিয়া তাহার উপর নাতি হ্রস্ব ও নাতি দীর্ঘ ঘট জলদ্বারা পূর্ণ করিয়া বসাইবেন। ঘটের মধ্যে পঞ্চরত্ন ও সর্বৌষধি দিবেন। ঘটে সিন্দূরদ্বারা

স্বস্তিক বা পুত্তলিকা অঙ্কন করিবেন। ঘটের মুখে পঞ্চপল্লব দিয়া তদুপরি এক সরা আতপ চাউল ও তদুপরি সশীষ ডাব দিয়া চাঁদমালা ও ঘটাচ্ছাদন গামছা দিবেন। ঘটের সম্মুখে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা দিয়া, তদুপরি পঞ্চশস্য দিয়া কুণ্ডহাঁড়ি বসাইবেন। তদুপরি তেকাঠা ও দর্পণ স্থাপন করিবেন। অতঃপর চারিকোণে মৃত্তিকা দিয়া তদুপরি চারিটি তীরকাঠি পুঁতিয়া সূত্রবেষ্টন করিবেন। ঘটের গলায় সাদা সূতা ও দূর্বা বাঁধিয়া দিবেন। দর্পণে সিন্দূর দিয়া দেবতার বীজমন্ত্র ''গাং'' লিখিয়া দিবেন। সাদা সূতাদ্বারা তীরকাঠি বেষ্টন করিবেন। পরে ইহাদের ঘটস্থাপনের সময় মন্ত্র পাঠ করিবেন।

প্রয়োগ—কৃতনিত্যক্রিয় পূজক ধূপ-দীপ জ্বালাইয়া উত্তর বা পূর্বমুখে বসিয়া আচমন করিবেন।

আচমন—দক্ষিণ হস্তের তালু গোকর্ণাকৃতি করিয়া একটি মাষকলাই ডুবিতে পারে, এইরূপ জল তিনবার পান করিবেন ও তিনবার বলিবেন—''ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণুঃ।'' অতঃপর হস্ত প্রক্ষালন করিয়া বিষ্ণুস্মরণ করিবেন।

বিষ্ণুস্মরণ—করযোড়ে পাঠ করিবেন—''ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্, সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্।। ওঁ অপবিত্র পবিত্রোবা সর্বাবস্থাং গতোঽপিবা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।। ওঁ মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি। স্মরন্তি মাধবঃ সর্বে সর্বকার্য্যেষু মাধবম্।। ওঁ সর্বমঙ্গল্য মঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্। নারায়ণং

নমস্কৃত্য সর্বকর্মাণি কারয়েৎ।।” অতঃপর সূর্য্যার্ঘ্য দিবেন।

সূর্য্যার্ঘ্য—কুশীতে জবা অথবা রক্তবর্ণপুষ্প, রক্তচন্দন, দূর্বা, আতপ তণ্ডুল লইয়া উভয় হস্তে ধারণপূর্বক মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা (সামবেদীয়)—“ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে জগৎসবিত্রে, শুচয়ে সবিত্রে কর্মদায়িনে, ইদমর্ঘ্যং ওঁ ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।” মন্ত্র পাঠান্তে কপালে ঠেকাইয়া সূর্য্যের উদ্দেশ্যে তাম্রটাটে দিবেন।

(যজুঃ)—উক্তরূপে কুশীতে অর্ঘ্য সাজাইয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ এহিসূর্য্য সহস্রাংশো তেজরাশো জগৎপতে। অনুকম্পয় মাং ভক্ত্যাং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকরম্।। এষোঽর্ঘ্য ওঁ ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।।” মন্ত্র পাঠান্তে কপালে ঠেকাইয়া সূর্য্যের উদ্দেশ্যে তাম্রটাটে দিয়া প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র—“ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণেতোঽস্মি দিবাকরম্।।” অতঃপর স্বস্তি বাচন করিবেন।

স্বস্তিবাচন—কুশীতে আতপ চাউল লইয়া বামহস্তের তালুতে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচ্ছাদন করতঃ স্বস্তিবাচন মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ শ্রীশ্রীগণেশ পূজা কর্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহম্।।”

“ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ শ্রীশ্রীগণেশ পূজা কর্মণি, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি

ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি ।।"

ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ শ্রীশ্রীগণেশ পূজা কর্মণি, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম, ওঁ ঋদ্ধ্যতম ।।" অতঃপর কুশীর আতপ চাউলগুলি ছড়াইতে ছড়াইতে ঘণ্টাধ্বনি সহকারে স্ব স্ববেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন।

স্বস্তিসূক্ত (সাম)—"ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি ।।"

স্বস্তিসূক্ত (যজুঃ)—"ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ।। ওঁ গণানাং ত্বা গণপতিগুঁ হবামহে, ওঁ প্রিয়ানাং ত্বা প্রিয়পতিগুঁ হবামহে, ওঁ নিধীনাং ত্বা নিধিপতিগুঁ হবামহে, বসো মম। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি ।।"

স্বস্তিসূক্ত (ঋগ্বেদীয়)—"ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ, স্বস্তিদেব্যদিতিরণর্বণঃ। স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচেতুনা।। ওঁ স্বস্তয়ে বায়ুমূপ ব্রবামহৈ সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ। বৃহস্পতিং সর্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ ।। ওঁ বিশ্বে দেবা নো অদ্যা স্বস্তয়ে বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে। দেবা অবন্ত্বভবঃ স্বস্তয়ে, স্বতি নো রুদ্রঃ পাত্বং হসঃ ।। ওঁ স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তি পথ্যে রেবতী। স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নো অদিতে

কৃধি।। ওঁ স্বস্তি পন্থামনুচরেম সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব। পুনর্দ্দদতাঘ্নতা জানতা সংগমেমহি।। ওঁ স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষ্যমরিষ্টনেমিং মহদ্ভুতং বায়সং দেবতানাং। অসুরঘ্নমিন্দ্রসখং সমৎসু বৃহদযশো নাবমিবা রুহেম।। ওঁ অংহো মুচমাঙ্গিরসং গায়ঞ্চ স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ তার্ক্ষ্যং। প্রযতপাণিঃ শরণং প্রপদ্যে, স্বস্তি সংবাধেম্বভয়ং নো অস্তু।। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।।" অতঃপর করযোড়ে সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিবেন।

সাক্ষ্যমন্ত্র—"ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যেভূতান্যহঃক্ষপা, পবনো দিক্‌পতির্ভূমি-রাকাশং খচরামরার। ব্রাহ্মং শাসন মাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিং।।"

বিঃ দ্রঃ—সাক্ষ্যমন্ত্রটি সর্ববেদীরই পাঠ্য।

অতঃপর সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প—কুশীতে আতপ চাউল, তিল, হরীতকী, পুষ্প, কুশ লইয়া বাম হস্তে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচ্ছাদনপূর্বক সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকেমাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে ব্রাহ্মণ পক্ষে) অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্মণঃ (শূদ্র ও স্ত্রীলোক পক্ষে) শ্রীঅমুকদাসস্য, (ব্রাহ্মণ স্ত্রী পক্ষে)—শ্রীঅমুকী দেব্যাঃ (শূদ্র স্ত্রী পক্ষে) শ্রীঅমুকী দাস্যা বাণিজ্যবৃদ্ধি কামঃ (স্ত্রী পক্ষে—কামাঃ) বিষ্ণু-লক্ষ্মী সহিত শ্রীশ্রীগণেশ পূজা কর্মাহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)।"

অতঃপর কুশীটি তাম্রটাটে উপুড় করিয়া দিয়া তদুপরি পুষ্প ও আতপ চাউল ছড়াইতে ছড়াইতে স্ব স্ববেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবেন।

সঙ্কল্পসূক্ত (সাম)—"ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্যাসিচ্‌ম। উদ্বা সিঞ্চধব মূপ বা পৃণধ্ব মাদিদ্বো দেবওহতে।।" ওঁ সঙ্কল্পিতার্থস্য সিদ্ধিরস্তু।।"

সঙ্কল্পসূক্ত (যজুঃ)—"ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদ্যৈতি দৈবং তদুসুপ্তস্য তথৈবৈতি। দুরঙ্গরমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মমঃ শিবসঙ্গল্পমস্তু।।"

সঙ্কল্পসূক্ত (ঋগ্বেদীয়)—"ওঁ যা গুঙ্গুর্যা সিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রনীমহ্ব উতয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে।।" অতঃপর সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবেন।

সামান্যার্ঘ্য স্থাপন—ভূমিতে নিম্নমুখ ত্রিকোণ মণ্ডল জলদ্বারা অঙ্কন করিয়া তদুপরি গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবেন। যথা—"ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। ওঁ কূর্মায় নমঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ।।" অতঃপর 'ফট্' মন্ত্রে কোশা প্রক্ষালনপূর্বক "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গঙ্গাদি তীর্থেভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে কোশার অগ্রভাগে অর্ঘ্য সাজাইয়া অঙ্কুশমুদ্রাযোগে কোশার জলে তীর্থাবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ গঙ্গে চ যমুন চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন সন্নিধিং কুরু।।" অতঃপর কোশার জলে ধেনুমুদ্রা এবং যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া, মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদনপূর্বক "গাং" মূলমন্ত্র আটবার জপ করিবেন। অতঃপর দ্বারপূজা করিবেন।

অঙ্কুশমুদ্রা

ধেনুমুদ্রা

যোনিমুদ্রা

মৎস্যমুদ্রা

দ্বারপূজা—'ফট্' মন্ত্রে সামান্যার্ঘ্যের জলদ্বারা দ্বারদেশ অভ্যুক্ষণ করতঃ আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ দ্বারদেবতাদয়ঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম, অত্রাধিষ্ঠানং করুতঃ, মম পূজাং গৃহ্নীত।" এইরূপে আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ। এষ গন্ধঃ ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ। এতন্নৈবেদ্যাম্ ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ। ইদমাচনীয়ম্ ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে পূজা করিয়া বিঘ্নাপসারণ করিবেন।

বিঘ্নাপসারণ—"ওঁ গাং" মন্ত্রে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দিব্যবিঘ্ন, "অস্ত্রায় ফট্।" মন্ত্রে অন্তঃরীক্ষের বিঘ্ন এবং বামপদের গোড়ালীদ্বারা মাটিতে আঘাতপূর্বক ভৌমবিঘ্ন অপসারণ

করিবেন। অতঃপর মাষভক্তবলি দিবেন।

মাষভক্তবলি—সম্মুখের ভূমিতে কলাপাতায়, বেলপাতায় বা মাটির খুরিতে মাষকলাই, আতপ চাউল ও দধি দিয়া সাজাইয়া ভূতগণের আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ ভূতাদয়ঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহাতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্ অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্নীত।।" এই রূপে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রাদ্বারা আবাহনান্তে গন্ধ-পুষ্পাদির দ্বারা পূজা করিবেন।

যথা—"এষ গন্ধঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ। এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।" এইরূপে পূজান্তে বামহস্তে মাষভক্তবলি স্পর্শ করতঃ উহা তিনবার মন্ত্র পাঠান্তে কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিবেন।* যথা—"বং এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানেভ্যো ভূতাদিভ্যো নমঃ।।" এইরূপে উৎসর্গ করিয়া করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে। তে গৃহ্নন্তু ময়া দত্ত বলিরেষ প্রসাধিতঃ।। পূজিতা

* অনেক পূজা না করিয়াই মাষভক্তিবলি নিবেদন করেন। কিন্তু মধ্যে উল্লেখ আছে 'পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্বনির্ভিঃ স্তপিত সদা, এই প্রমাণ অনসারে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করতঃ বলি উৎসর্গ করিবেন।

গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্বলিভিঃ স্তর্পিতা সদা। দেশাদস্মাৎ বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম্।।" অতঃপর এক গণ্ডূষ জল লইয়া "ওঁ ভূতাদয় ক্ষমধ্বম্।" মন্ত্রে দিয়া, আতপ তণ্ডুল ও শ্বেত সরিষা লইয়া "ফট্"মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া চতুর্দিকে বিকিরণ করিবেন। যথা—"ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতাঃ যে ভূতাঃ ভূবি সংস্থিতা। যে ভূতাঃ বিঘ্নকর্তারস্তে পশ্যন্ত শিবাজ্ঞয়া।। ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে সর্বে নারসিংহেন তাড়িতঃ।।" অতঃপর আসনশুদ্ধি করিবেন।

আসনশুদ্ধি—আসনের নিম্নে জলদ্বারা নিম্নমুখ ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন করিয়া মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তাহাতে গন্ধপুষ্প দিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ।" অতঃপর আসন ধরিয়া পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ অস্য আসনোপবেশন মন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দো কূর্মোদেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্।।" অতঃপর গুরুপংক্তি প্রণাম করিবেন।

গুরুপংক্তি প্রণাম—করযোড়ে পাঠ করিবেন—বামে—"গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ। ওঁ পরাপর গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ পরমেষ্ঠী গুরুভ্যো নমঃ।" দক্ষিণে—"ওঁ গণেশায় নমঃ।" উর্দ্ধে—"ব্রহ্মণে নমঃ।" অধঃ—"অনন্তায় নমঃ।" পশ্চাতে—"ওঁ

ক্ষেত্রপালায় নমঃ।” সম্মুখে—“ওঁ গাং গণেশায় নমঃ।” অতঃপর পুষ্পশুদ্ধি করিবেন।

পুষ্পশুদ্ধি—পুষ্পপাত্রে সামান্যার্ঘ্যের জল দিয়া নারাচমুদ্রায় পুষ্প স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ পুষ্পকেতু রাজার্হতে শতায় সম্যক সম্বন্ধায় হুং। ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হুং ফট্ স্বহা।” এবার স্ব স্ববেদোক্ত মন্ত্রে পঞ্চগব্য শোধন করিবেন।

পঞ্চগব্য শোধন (সাম)—গোময়—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—“ওঁ গাবশ্চিদ্‌ঘা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ ।।” দুগ্ধ— “ও গব্যোষু ণো যথা পুরাশ্বয়োত রথয়া। রবিবস্যা মহোনাম্ ।।” দধি—“ওঁ দধিক্রাব্‌নো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ প্র ণ আয়ুংসি তারিষৎ।।” ঘৃত—“ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্বী পৃথ্বি মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্মণা বিস্কভিতে অজরে ভুরিরেতসা ।।” কুশোদক—“ওঁ দ্যোরাপঃ বাণিক্রদৎ সিন্ধোরাপো মরুতো মাদয়ন্তাং ঘর্মজ্যোতিঃ ।।” অতঃপর গায়ত্রী পাঠান্তে সমস্ত একত্রে মিশাইবেন।

পঞ্চগব্য শোধন (যজুঃ)—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—“ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং ত্বামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্ ।।” দুগ্ধ—“ওঁ আ প্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যং। ভবা বাজস্য

নারাচমুদ্রা

সঙ্গথে।।” দধি—“ওঁ দধিক্রাব্নো অকারিষং জিষ্ণো রশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ প্র ণ আয়ুসি তারিষৎ।।” ঘৃত—“ওঁ তেজোঽসি শুক্রমপ্যমৃতমসি ধামনামাসি। প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি।।” কুশোদক—“ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পুষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে।।” অতঃপর গায়ত্রী পাঠান্তে সমস্ত একীকরণ করিবেন।

পঞ্চগব্য শোধন (ঋগ্বেদীয়)—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—“ওঁ গাবশ্চিদ্‌ঘা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রহিতে কুকুভো মিথঃ।।” দুগ্ধ—“ওঁ আপো অদ্যান্বচারিষং রসেন সমগামহি। পয়স্বানগ্ন আ গহি তং মা সংসৃজ বর্চসা।। “ঘৃত—“ওঁ অগ্নিরশ্মি জন্মনা জাতবেদা ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন্। অর্কস্ত্রিধাতু রজসো বিমানেঽজস্রো ঘর্মো হবিরশ্মিনাম।।” কুশোদক—“ওঁ যোগে যোগে তবস্তরং বলাজে বাজে হবামহে। সখায় ইন্দ্রমূতয়ে (আয়ুসে প্রজায়ৈ)। একীকরণ—“ওঁ গায়ত্রেণ ত্বা ছন্দাসি মন্থামি ত্রৈষ্টুভেন ত্বা ছন্দসা মন্থামি। আনুষ্টুভেন ত্বা ছন্দসা মন্থামি জাগতেন ত্বা ছন্দসা মন্থানি ভূর্ভুবঃ স্বস্তয়ীষতে।।” অতঃপর ভূতশুদ্ধি করিবেন।

ভূতশুদ্ধি—“রং” মন্ত্রে আপনার চর্তুদিকে জলধারা দিয়া আপনাকে বহ্নি প্রাচীরের মধ্যবর্তী চিন্তা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্বক দেবতাকে চিন্তা করিলেই সংক্ষেপে ভূতশুদ্ধি হয়। মন্ত্র চতুষ্টয় যথা—“ওঁ মূলশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্নাপথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা।।১।। ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় স্বাহা।।২।। ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ

স্বাহা ॥৩॥ ওঁ পরমশিব সুষুম্নাপথেন মূলশৃঙ্গাটমুল্লসোল্লস জল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল হংসঃ সোঽহং স্বাহা ॥৪॥" অতঃপর প্রাণায়াম করিবেন।

প্রাণায়াম—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণনাসাপুট ধারণ করিয়া "ওঁ গাং" মূলমন্ত্র ষোড়শবার (১৬) জপ করিতে করিতে বামনাসাপুট দ্বারা বায়ুপূরণ করিবেন। কনিষ্ঠা ও অনামিকার দ্বারা বামনাসাপুট ধারণ করিয়া বায়ুরুদ্ধ করতঃ "ওঁ গাং" মূলমন্ত্র ৬৪ বার জপ করিতে করিতে কুম্ভক করিবেন। অতঃপর অঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণনাসা হইতে তুলিয়া "ওঁ গাং" মূলমন্ত্র ৩২ বার জপ করিতে করিতে দক্ষিণনাসাপুটদ্বারা ক্রমে ক্রমে বায়ুত্যাগ অর্থাৎ রেচক করিবেন। বামহস্তের কররেখায় জপের সংখ্যা রাখিবেন। এইভাবে পুনরায় বিপরীত ক্রমে দক্ষিণনাসায় "ওঁ গাং" মূলমন্ত্র ১৬ বার জপ করিতে করিতে বায়ুপূরণ। উভয় নাসা রুদ্ধ করিয়া ৬৪ বার "ওঁ গাং" মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে বায়ুরোধ অর্থাৎ কুম্ভক ও বামনাসা ছাড়িয়া "ওঁ গাং" ৩২ বার জপ করিতে করিতে বাম নাসায় শ্বাস ত্যাগ করিবেন। পুনরায় বামনাসায় শ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে ১৬ বার "ওঁ গাং" মূলমন্ত্র জপ, উভয় নাসা রুদ্ধ করিয়া ৬৪ বার "ওঁ গাং" মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে শ্বাস রোধ এবং ৩২ বার মূলমন্ত্র "ওঁ গাং" জপ করিতে করিতে শ্বাসত্যাগ করিবেন। এইরূপ তিনবার করিলে একবার প্রাণায়াম হয়। উপরোক্ত সংখ্যায় জপ করিতে অসমর্থ হইলে ৮।৩২।১৬ বার জপ করিবেন।

তাহাতেও অশক্ত হইলে ৪।১৬।৮ বার জপ করিলেও সিদ্ধ হয়। অতঃপর ন্যাসাদি করিবেন।

মাতৃকান্যাস—"অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্ম ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকাসরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ।" এইরূপে ঋষ্যাদি স্মরণপূর্বক অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাযোগে ন্যাস করিবেন। যথা—"শিরসি ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি ওঁ মাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে ওঁ হলেভ্য বীজেভ্যো নমঃ। পাদয়োঃ ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ। সর্বাঙ্গে ওঁ অব্যক্তায় কীলকায় নমঃ।"

করন্যাস—আদিতে "ওঁ" এবং অন্তে "নমঃ" যোগে ন্যাস করিবেন। যথা—"ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ অং যং রং লং বং শং ষং সং হং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।"

অঙ্গন্যাস—"ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা। ওঁ উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুং। ওঁ ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ অং যং রং লং বং শং ষং সং হং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।"

অন্তর্মাতৃকান্যাস—আদিতে 'ওঁ' এবং অন্তে 'নমঃ' যোগে ন্যাস করিবেন। যথা —ওঁ অং নমঃ। আং নমঃ, ইং নমঃ, ঈং নমঃ, উং নমঃ, ঊং নমঃ, ঋং নমঃ,ৠ নমঃ, ৯ং নমঃ, ৡং নমঃ, এং নমঃ, ঐং নমঃ, ওং নমঃ, অং নমঃ, অঃ নমঃ (ইতি কণ্ঠে)। কং নমঃ, খং নমঃ,গং নমঃ,ঘং নমঃ, ঙং নমঃ, চং নমঃ ছং নমঃ, জং নমঃ, ঝং নমঃ, ঞং নমঃ, টং নমঃ, ঠং নমঃ (ইতি হৃদয়ে)। ডং নমঃ, ঢং নমঃ, ণং নমঃ, তং নমঃ থং নমঃ, দং নমঃ, ধং নমঃ, নং নমঃ, পং নমঃ, ফং নমঃ (ইতি নাভৌ)। বং নমঃ, ভং নমঃ, মং নমঃ, যং নমঃ, রং নমঃ, লং নমঃ (ইতি লিঙ্গমূলে)। বং নমঃ শং নমঃ, ষং নমঃ, সং নমঃ (ইতি মূলাধারে)। হং নমঃ, ক্ষং নমঃ (ইতি ভ্রূবোর্মধ্যে)।"

বাহ্যমাতৃকান্যাস—ধ্যান ঃ "ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃ পন্মধ্যবক্ষঃ স্থলাং, ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্র শকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্। মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলপং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ-বিভ্রাণাং, বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে।।"এইরূপে ধ্যানান্তে ন্যাস করিবেন।

"ওঁ অং নমঃ ললাটে, ওঁ আং নমঃ মুখবৃত্তে।" এইক্রমে—"অং ঈং চক্ষুযোঃ, উং ঊং কর্ণয়োঃ, ঋং ৠং নমঃ নাসাঃ, ৯ং ৡং নমঃ গণ্ডয়োঃ, এং নমঃ ওষ্ঠে, ঐং নমঃ অধরে, ওং নমঃ উর্দ্ধদন্তপংক্তৌ, ঔং নমঃ অধোদন্তপংক্তৌ, অং নমঃ ব্রহ্মরন্ধ্রে, অঃ নমঃ মুখে। কং নমঃ দক্ষিণ বাহুমূলে, খং নমঃ কূর্পরে, গং নমঃ মণিবন্ধে, ঘং নমঃ অঙ্গুলিমূলে, ঙং নমঃ অঙ্গুল্যগ্রে, চং নমঃ বামবাহুমূলে, ছং নমঃ কূর্পরে, জং নমঃ মণিবন্ধে, ঝং নমঃ অঙ্গুলিমূলে, ঞং নমঃ

অঙ্গুল্যগ্রে, টং নমঃ দক্ষিণ পাদমূলে, ঠং নমঃ জানুনি,ডং নমঃ গুল্‌ফে, ঢং নম অঙ্গুলিমুলে, ণং নমঃ অঙ্গুল্যগ্রে, তং নমঃ বামপাদমূলে, থং নমঃ জানুনি,দং নমঃ গুল্‌ফে, ধং নমঃ অঙ্গুলিমূলে, নং নমঃ অঙ্গুল্যগ্রে, পং নমঃ দক্ষিণপার্শ্বে, ফং নমঃ বামপার্শ্বে, বং নমঃ পৃষ্ঠে, ভং নমঃ নাভৌ, মং নমঃ উদরে, যং নমঃ হৃদি, রং নমঃ দক্ষিণস্কন্ধে,লং নমঃ ককুদি, বং নমঃ বামস্কন্ধে, শং নমঃ হৃদয়াদি দক্ষিণ হস্তে, যং নমঃ হৃদয়াদি বাম হস্তে, সং নমঃ হৃদয়াদি দক্ষিণ পাদে, হং নমঃ হৃদয়াদি বামপাদে, লং নমঃ হৃদয়াদ্যুদরে, ক্ষং নমঃ হৃদয়াদি মুখে।।" সর্বত্রই আদি "ওঁ" এবং অন্তে "নমঃ" যোগে ন্যাস করিবেন। অতঃপর পীঠন্যাস করিবেন।

পীঠন্যাস—হৃদয়ে—"ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ রত্নবেদিকায়ৈ নমঃ, ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ। দক্ষিণ বাহুমূলে—ওঁ ধর্মায় নমঃ। বামবাহুমুলে—ওঁ জ্ঞানায় নমঃ। বাম উরুমূলে—ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ। দক্ষিণ উরুমূলে—ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ। মুখে—ওঁ অধর্মায় নমঃ। বামপার্শ্বে—ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ। নাভিতে—ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ। দক্ষিণপার্শ্বে—ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। পুনর্হৃদয়ে—ওঁ শেষায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ। ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ। ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ, ওঁ রং রজসে নমঃ, ওঁ তং তমসে নমঃ,

ওঁ আং আত্মনে নমঃ, ওঁ অং অন্তরাত্মনে নমঃ, ওঁ পং পরমাত্মনে নমঃ, ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ। ওঁ পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। ওঁ পীঠমনবে নমঃ ।।" অতঃপর ঋষ্যাদিন্যাস করিবেন।

ঋষ্যাদিন্যাস—মস্তকে—গণকষ ঋষয়ে নমঃ। মুখে—নিচৃদ্‌গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ গণেশ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যদেশে—গাং বীজায় নমঃ। পদদ্বয়ে—গণপতি শক্তয়ে নমঃ। সর্বাঙ্গে—অব্যক্তায় কীলকায় নমঃ।" অতঃপর মূলমন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিবেন।

[মূলমন্ত্রে] অঙ্গন্যাস—"ওঁ গাং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ গীং শিরসে স্বাহা। ওঁ গূং শিখায়ৈ বষট্‌। ওঁ গৈং কবচায় হুং। ওঁ গৌং নেত্রায় বৌষট্‌। গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্‌ ।।"

[মূলমন্ত্রে] করন্যাস—"ওঁ গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ গীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ গূং মধ্যমাভ্যাং বষট্‌। ওঁ গৈং অনামিকাভ্যং হুং। ওঁ গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্‌। ওঁ গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্‌।" অতঃপর ব্যাপকন্যাস করিবেন।

ব্যাপকন্যাস—"ওঁ গং" এই মূলমন্ত্র উচ্চরণ করিতে করিতে উভয় করতল প্রসারিত করিয়া নিজমস্তক হইতে পাদদেশ এবং পাদদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবেন। অনন্তর ধ্যান করিবেন।

ধ্যান—কূর্মমুদ্রায় পুষ্পগ্রহণ করিয়া ধ্যান করিবেন। যথা—

"ওঁ খর্বং স্থূলতনং গজেন্দ্র বদনং লম্বোদর সুন্দরম্‌,
প্রস্যন্দন্মদগন্ধ লুব্ধ মধুপব্যালোল গণ্ডস্থলম্‌।

কূর্মমুদ্রা

দন্তাঘাত বিদারিতারি রুধিরৈ সিন্দুর শোভাকরং
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কাসদম্ ।।"

এইরূপে ধ্যানান্তে পুষ্পটি নিজ মস্তকে দিয়া মানসোপচারে পূজা করিবেন।

মানসোপচার পূজা—হৃদয়ে প্রার্থনামুদ্রা স্থাপনপূর্বক বাহ্যপূজার উপচার উপকরণাদি এবং উল্লিখিত ক্রমদ্বারা মানসপূজা করিতে হয়। বাক্য, মন ও হৃদয়দ্বারা মানস পূজা করিবেন। অতঃপর বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবেন।

বিশেষার্ঘ্য স্থাপন—নিজের বামদিকে জলদ্বারা একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল তন্মধ্যে একটি বৃত্ত ও তন্মধ্যে একটি নিম্নমুখ ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন করিয়া পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কূর্মায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনন্তায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ।" অতঃপর তদুপরি ত্রিপদিকা স্থাপনপূর্বক 'ফট্' মন্ত্রে শঙ্খপাত্র ধৌত করিয়া ত্রিপদিকার উপরে স্থাপন করিয়া বিলোম মাতৃকা পাঠ করিতে করিতে শঙ্খে জল দিবেন। যথা—"ওঁ ক্ষং লং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৯ং ৠং ঋং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং।" অতঃপর "ওঁ গাং" মুলমন্ত্রে ৩ বার জল দিবেন। "নমঃ" মন্ত্রে শঙ্খের অগ্রভাগে অর্ঘ্য সাজাইয়া

অবগুণ্ঠনমুদ্রা

দিবেন। অতঃপর পূজা করিবেন। যথা—(ত্রিপাদিকায়) "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ।" (শঙ্খে) "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ।" (জলে) "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সোমমণ্ডলায় যোড়শকলাত্মনে নমঃ।" মন্ত্রে পূজাপূর্বক কুশত্রিপত্রদ্বারা শঙ্খের জল স্পর্শপূর্বক তীর্থাবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।"

অতঃপর মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদনপূর্বক "ওঁ গাং" মূলমন্ত্র তদুপরি আটবার জপ করিবেন। অতঃপর পুনরায় মূলমন্ত্রে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া, দেবতাকে সেই জলে আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্গণপতি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্বস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।" অতঃপর তাহার উপর অবগুণ্ঠনমুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া, সেই জল সামান্যার্ঘ্যের জলে কিঞ্চিৎ দিয়া, সেই জলদ্বারা নিজেকে ও

আবাহনীমুদ্রা

স্থাপনীমুদ্রা

সন্নিধাপনীমুদ্রা

সন্নিরোধিনীমুদ্রা

সম্মুখীকরণমুদ্রা

পূজোপকরণ সমস্ত অভ্যুক্ষণ করিবেন। অতঃপর পীঠন্যাসোক্ত ক্রমে পীঠদেবতার আবাহনপূর্বক পীঠদেবতার পূজা করিবেন। প্রথমে গন্ধপুষ্পদ্বারা পঞ্চগুড়িদ্বারা অঙ্কিত অষ্টদল পদ্মে পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মণ্ডলায় নমঃ।" অতঃপর পীঠদেবতার আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রাদ্বারা আবাহন করিবেন।

পীঠদেবতার আবাহন—"ওঁ পীঠদেবতাঃ ইহাগচ্ছত, ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত, ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধ্বত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্ অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্নীত।।" এইরূপে আবাহনপূর্বক —"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।" এই ক্রমে—"ওঁ কূর্মায় নমঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ। ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ। ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ। ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ। ওঁ রত্নবেদিকায়ৈ নমঃ। ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ। ওঁ ধর্মায় নমঃ। ওঁ জ্ঞানায় নমঃ। ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ। ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ। ওঁ অধর্মায় নমঃ। ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ। ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ। ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। ওঁ শেষায় নমঃ। ওঁ পদ্মায় নমঃ। ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ। ওঁ উং সোমমণ্ডলায় যোড়শকলাত্মনে নমঃ। ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। ওঁ সং সত্বায় নমঃ। ওঁ রং রজসে নমঃ। ওঁ তং তমসে নমঃ। ওঁ আং আত্মনে নমঃ। ওঁ অং অন্তরাত্মনে নমঃ। ওঁ পং পরমাত্মনে নমঃ। ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ। ওঁ পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। ওঁ পীঠমনবে নমঃ।" ইহার পর বেদী ও বিতান শোধনপূর্বক ঘটস্থাপন করিবেন।

বেদী শোধন—"ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে বর্হিষি বর্হিরিন্দ্রিয়ম্। যূপেন যূপ আপ্যায়তাং প্রণীতোঽগ্নিরগ্নিনা ।।"

বিতান শোধন—"ওঁ উর্দ্ধ উষুণ উতয়ে, তিষ্ঠা দেবো না সবিতা। উর্দ্ধে বাজস্য সবিতা যথাঞ্জিভির্বাবম্ভিহ্বরা মহে ।।" মন্ত্র পাঠ পূর্বক শোধিত পঞ্চগব্যদ্বারা বেদী ও বিতান শোধন করিয়া ঘটস্থাপন করিবেন।

ঘটস্থাপন (সাম)—পূর্ব সজ্জিত ঘটে ভূমি স্পর্শ করিয়া ঘটস্থাপন করিবেন। "ওঁ ভূমিরন্তরীক্ষং দৌর্দ্ধা ভূতায়াঃ।"

ধান্য—"ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্ত মুক্থিনম্। ইন্দ্র প্রাতর্জুযস্ব নঃ ।।"

ঘট—"ওঁ আবিশন্ কলশং সুতো বিশ্ব অর্ষন্নভি শ্রিয়ঃ। ইন্দুরিন্দ্রায় ধীয়তে ।।"

জল—"ওঁ আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যুতি মুক্ষতং। মধ্বা রজাংসি শুক্রত ।।"

পল্লব—"ওঁ অয়মুর্জাবতো বৃক্ষ উর্জীবফলিনী ভব। পর্ণং বনস্পতে নুত্ব নুত্বা চ সূয়তাং রয়িঃ ।।"

ফল (ডাব)—"ওঁ ইন্দ্রো নরো নেমধিতা হবন্তে ষৎ যুনজতে ধিয়স্তাঃ। শূরো নৃষাতা শ্রবসশ্চ কাম আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ ।।"

পুষ্প—"ওঁ পবমান ব্যশ্নুহি রশ্মিভির্বাজসামতঃ। দধৎ স্তোত্রে সুবীর্য্যম্ ।।"

সিন্দুর—"ওঁ সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্ষণং। হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্সুগৃভ্নতে ।।"

স্থিরীকরণ (ঘটে হস্ত দিয়া)—"ওঁ ত্বাবতঃ পুরূবসো বয়মিন্দ্র প্রণেতঃ। স্মসি স্থাতর্হরীণাং।।"

করযোড়ে—"ওঁ সর্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্বদেব সমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ।।" অতঃপর গণেশের গায়ত্রী পাঠ করিবেন । যথা—"ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ।।"

ঘটস্থাপন (যজুঃ)—ভূমি স্পর্শ করিয়া—"ওঁ ভূরসি ভূমিরস্যদিতিরসি, বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী। পৃথিবীং যচ্ছ, পৃথিবীং, দৃগুঁহ, পৃথিবীং মা হিগুঁসীঃ।।"

ধান্য—"ওঁ ধ্যান্যমসি ধিনুহি দেবান্ ধিনুহি যজ্ঞং। ধিনুহি যজ্ঞপতিং ধিনুহিমাং যজ্ঞন্যম্।।"

ঘট—"ওঁ আজিঘ্র কলশং মহ্যা ত্বা বিশন্ত্বিন্দব। পুনরুর্জা নিবর্তস্ব, সা নঃ সহস্রং ধুক্ষ্বোরুধারা পয়স্বতী, পুনর্মা বিশতাদ্রয়িঃ।।"

জল—"ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি, বরুণস্য স্কম্ভসর্জনী স্থো বরুণস্য ঋতসদন্যসি বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ।।"

পল্লব—"ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম, ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েমা ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতিধন্বনা সর্বাঃ প্রদিশো জয়েম।।"

ফল—"ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিনীঃ। বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বং হসঃ।।"

সিন্দূর—"ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো বাতপ্রমিয়ঃ পাতয়ন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী, কাষ্ঠা ভিন্দন্নূর্মিভিঃ পিন্বমানঃ।।"

দূর্বা—"ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষং পরুষঃ পরি। এবা নো দূর্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ।।"

পুষ্প—"ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাঃ অহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষাণামম্ম ইষাণ, সর্ব লোকং মইষাণ।।"

বস্ত্র—"ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধারাস কবয় উন্নয়ন্তি সাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ।।"

স্থিরীকরণ—"ওঁ স্থাং স্থীং স্থিরো ভব বীড়ঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্বন্। পৃথুর্ভব সুষদস্ত্বমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ।।"

করযোড়ে—"ওঁ সর্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্বদেব সমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ।।" অতঃপর গণেশের গায়ত্রী পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ।।"

ঘটস্থাপন (ঋগ্বেদীয়)—ভূমি স্পর্শ করিয়া—"ওঁ উর্ব্বী সদ্মনী বৃহতী ঋতেন হুবে দেবানামবসা জনিত্রী। দধাতে যে অমৃতং সুপ্রতীকে দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী না অহ্বাৎ।।"

ধান্য—"ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্ত মুক্‌থিনম্। ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ।।"

ঘট—"ওঁ এতানি ভদ্রা কলশং ক্রিয়াম্ করু শ্রবণ দদতো মঘানি। দান ইদ্বো মঘবানং সো অস্ত্বয়ং চ সোমো হৃদি যং বিভর্মি।।"

জল—"ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভসর্জনী স্থঃ। বরুণস্য ঋতসদন্যসি। বরুণস্য ঋতসদনমসি। বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ।।"

পল্লব—"ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম, ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েন। ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি ধন্বনা সর্বাঃ প্রদিশো জয়েম।।"

ফল—"ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিনীঃ। বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বং হসঃ।।"

সিন্দূর—"ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী, কাষ্ঠা ভিন্দন্নূর্মিভি পিন্বমানঃ।।"

দূর্বা—"ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষঃ পরি। এবা নো দূর্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ।।"

পুষ্প—"ওঁ পবসান ব্যশ্নুহি রশ্মিভির্বাজসাতমঃ। দধৎ স্তোত্রে সুবীর্য্যম্।।"

বস্ত্র—"ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয়

উন্নয়ন্তি সাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ ।।”

স্থিরীকরণ—“ওঁ স্থিরো ভব বীড়ঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্বন্। পৃথুর্ভব সুযদস্ত্বমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ ।।”

করযোড়ে পাঠ্য—“ওঁ সর্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্বদেব সমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ ।।” অতঃপর গণেশের গায়ত্রী পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ ।।”

অতঃপর কাণ্ডরোপণ ও সূত্রবেষ্টন করিবেন।

কাণ্ডরোপণ—“ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষঃ পরি। এবা নো দূর্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ ।।”

সূত্রবেষ্টন—“ওঁ সূত্রামানং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্মানমদিতিকং সুপ্রণীতিম্। দেবীং নষং স্বরিত্রামনাগমস্রবন্তি মা রুহে মা স্বস্তয়ে ।।”

অতঃপর গণেশাদি পঞ্চদেবতার পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

পঞ্চদেবতার পূজা—(১) গণেশের পূজা—গণেশের ধ্যানান্তে—“এষ গন্ধঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এতৎ পুষ্পং ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। ইদমাচমনীয় ওঁ গাং গণেশায় নমঃ।” এইরূপে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র— "ওঁ দেবেন্দ্র মৌলিমন্দার মকরন্দ কণারুণা।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব চরণাম্বুজ রেণবঃ।।
ওঁ একদন্তং মহাকায় লম্বোদর গজাননম্।
বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণম্যাম্যহম্।।"

(২) সূর্য্যের পূজা (ধ্যান)—

"ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষ গুণৈকসিন্ধুং, ভানুং সমস্ত জগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয় ভয়বরান্ দধতাং করাব্জৈ, র্মাণিক্য মৌলিকরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্।।"

"এষ গন্ধঃ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।"

প্রণাম মন্ত্র— "ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।।"

(৩) বিষ্ণুর পূজা (ধ্যান)—

"ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্তী নারায়ণ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কণককুণ্ডলবান্ কিরীটিহারী, হিরণ্ময়বপুর্ধৃত শঙ্খ-চক্রঃ।।"

"এষ গন্ধঃ ওঁ বিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ বিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ। এতৎ সচন্দন

তুলসীপত্রম্ ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা। এষ ধূপঃ ওঁ বিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ বিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ বিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ।”

প্রণাম মন্ত্র—

“ওঁ নমো ব্রাহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ।।
ওঁ নমঃ কমলনেত্রায় হরয়ে পরমাত্মনে। প্রণতঃ ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ।।”

(৪) শিবের পূজা (ধ্যান)—

“ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং,
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গ পরশুমৃগবরাভীতি হস্তং প্রসন্নং।
পদ্মাসীনং সমন্তাং স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং,
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল ভয়হরং পঞ্চবক্ত্র ত্রিনেত্রম্।।”

“এষ গন্ধঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ পুষ্পম্ ওঁ নমঃ শিবায়। এতৎ সচন্দন বিল্বপত্রম্ ওঁ নমঃ শিবায়। এষ ধূপঃ ওঁ নমঃ শিবায়। এষ দীপঃ ওঁ নমঃ শিবায়। এতন্নৈবেদ্যম ও নমঃ শিবায়।”

প্রণাম মন্ত্র—“ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ।।”

(৫) জয়দুর্গার পূজা (ধ্যান)—

"ওঁ কালাভ্রাভাং কাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাম্
শঙ্খং চক্রং কৃপাণায় ত্রিশিখমপি করৈ রুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।
সিংহাস্কধাধিরূঢাং ত্রিভুবনমখিলং তেজসাপূরয়ন্তীং,
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ ॥"

"এষ গন্ধঃ ওঁ জয়দুর্গায়ৈ নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ জয়দুর্গায়ৈ নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ জয়দুর্গায়ৈ নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ জয়দুর্গায়ৈ নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ জয়দুর্গায়ৈ নমঃ।"

প্রণাম মন্ত্র—"ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥" ইহার পর আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিকপাল, মৎস্যাদি দশাবতার প্রভৃতির গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবেন।

আদিত্যাদি নবগ্রহের পূজা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রবি গ্রহায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ চন্দ্রায় গ্রহায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মঙ্গলায় গ্রহায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বুধায় গ্রহায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বৃহস্পতয়ে গ্রহায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শুক্রায় গ্রহায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শনৈশ্চরায় গ্রহায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রাহবে গ্রহায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কেতুভ্যঃ গ্রহ্যেভ্যো নমঃ।"

ইন্দ্রাদি দশদিকপালের পূজা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ। ১। এতে গন্ধপুষ্পে ওং অগ্নয়ে নমঃ।২। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ যমায় নমঃ।৩। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নৈঋতায় নমঃ।৪। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বরুণায় নমঃ।৫। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বায়বে নমঃ।৬। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কুবেরায় নমঃ।৭। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঈশানায় নমঃ।৮। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।৯। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনন্তায় নমঃ।১০।"

মৎস্যাদি দশাবতারের পূজা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মীনাবতারায় নমঃ।১। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কূর্মাবতারায় নমঃ।২। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বরাহাবতারায় নমঃ।৩। এতে গন্ধপষ্পে ওঁ নৃসিংহাবতারায় নমঃ।৪। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বামনাবতারায় নমঃ।৫। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পরশুরামাবতারায় নমঃ।৬। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রামাবতারায় নমঃ। ।৭। এতে গন্ধপুষ্পে বলরামাবতারায় নমঃ।৮। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বুদ্ধাবতায় নমঃ।৯। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কল্কি অবতারায় নমঃ।১০।"

"এতে গন্ধপুষ্পে কুলদেবতাভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ইষ্টদেবতায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ।" এইক্রমে পূজা সমাপ্ত করিয়া চক্ষুর্দ্দান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন।

চক্ষুর্দ্দান—বিল্বপত্রে ঘৃতদ্বারা কজ্বল প্রস্তুত করিয়া কুশত্রিপত্র দ্বারা কজ্বল গ্রহণ

করিয়া—"ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ।" এই মন্ত্রে গণেশের অগ্রে দক্ষিণ চক্ষুতে, পরে উক্ত মন্ত্র পাঠপূর্বক বামচক্ষুতে কজ্বল দিবেন। তৎপরে বৈদিক গায়ত্রী পাঠান্তে অগ্রে মুশিযকের দক্ষিণ চক্ষুতে, পরে বাম চক্ষুতে কজ্বল দিবেন। অতঃপর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা—প্রথমে "ওঁ গাং" বীজমন্ত্র ১০৮ বার জপ করিবেন। অতঃপর পুষ্প, আতপ তণ্ডুল ও কুশত্রিপত্র লইয়া প্রতিমার হৃদয়ে ধারণপূর্বক প্রাণপ্রতিষ্ঠা-মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীশ্রী গণপতে প্রাণঃ ইহপ্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌ হংসঃ শ্রীশ্রীগণপতে জীব ইহস্থিত। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীশ্রীগণপতে সর্বেন্দ্রিয়ানি ইহাস্থিতানি। ওঁ মনোজুতির্জুষতামাজ্যসা বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টং যজ্ঞং সমিনং দধাতু, বিশ্বেদেবাস ইহ মাদয়ন্তা মোঁ প্রতিষ্ঠ। ওঁ অস্মৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্মৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ। অস্মৈ দেবত্ব সংখ্যায়ৈ স্বাহা।।"

অতঃপর মুষিকেরও প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্তবা। মন্ত্র, যথা—"ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ মূষিকস্য প্রাণা ইহপ্রাণা। ওঁ আং হ্রীং ইত্যাদি মূষিকজীব ইহস্থিত। ওঁ আং হ্রীং ইত্যাদি মুষিকস্য সর্বেন্দ্রিয়ানি ইহ স্থিতানি। ওঁ আং হ্রীং ইত্যাদি বাক্‌মনশ্চক্ষু শোত্র

ঘ্রাণ প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।।”

বিঃ দ্রঃ—বড় প্রতিমা হইলে চক্ষুর্দ্দান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা অবশ্য কর্তব্য। তাহা না হইলে ঘটেই পূজা হইবে।

প্রধান পূজা—গণেশের ধ্যানপূর্বক পুষ্পটি ঘটে দিয়া, প্রত্যেকটি উপচার অর্চনাপূর্বক দিবেন। যথা—১। আসন—“বং এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ।” মন্ত্র তিনবার পাঠপূর্বক তিনবার কুশোদক দিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ।” পুনরায় পুষ্প লইয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণুবে নমঃ।” মন্ত্রে গন্ধপুষ্পদিয়া, “এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ গাং গণেশায় নমঃ।” মন্ত্রে কুশোদক দিয়া উৎসর্গ বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—

১। আসন— “ওঁ চরাচর মিদংবিশ্বঃ যত্র পূর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
তদন্তঃ স্থ স্ত্বমেবেশ আসনং কল্পয়াম্যহম্।।

২। স্বাগত— “ওঁ যস্য দর্শন মিচ্ছিন্তি দেবা স্বভীষ্ট সিদ্ধয়ে।
তস্মৈতে পরমেশায় স্বাগতং স্বাগতঞ্চমে।।
ওঁ কৃতার্থোঽনুগৃহীতোঽস্মি সফলং জীবিতং মম।
আগতো দেব দেবেশ সুস্বাদগত মিদং বপুঃ।।
ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্গণপতি স্বাগতং সুস্বাগতং কুশলং তে।

৩। পাদ্য— "বং এতস্মৈ পাদ্যোদকায় নমঃ।"
ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ অর্চনান্তে—
"ওঁ যস্য পাদাম্বুজে দিব্যে নির্মলে ব্রহ্মরূপিণী।
পুনাতি তদ্ভবা গঙ্গা জগৎ পাদ্যং দদাম্যহং।।
এতৎ পাদ্যং গাং ওঁ গণপতয়ে নমঃ।' *(২ বার জল দিবেন)।*

৪। অর্ঘ্য— "বং এতস্মৈ অর্ঘ্যায় নমঃ।"
মন্ত্রে পূর্ব্বৎ অর্চনা করিয়া—
"ওঁ ব্রহ্মাদয়ঃ পাদপদ্মং চিন্তয়ন্তি দিনে দিনে।
অনর্ঘ্যায় জগদ্ধাত্রে অর্ঘ্যমেতদ্দদাম্যহম্।।
ইদমর্ঘ্যং ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ।"

৫। আচমনীয়— "বং এতস্মৈ আচমনীয়োদকায় নমঃ।"
মন্ত্রে পূর্ব্বৎ অর্চনাপূর্বক—
"ওঁ মন্দাকিন্যাস্তু যদ্বারি সর্বপাপ হরাশুভম্।
গৃহানামচনীয়ং ত্বং ময়া ভক্ত্যানিবেদিতম্।।
ইদং আচমনীয় জলং ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ।"

৬। মধুপর্ক— "বং এতস্মৈ মধুপর্কায় নমঃ।"
মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনাপূর্বক—
"ওঁ সর্বকল্মষহীনায় পরিপূর্ণ সুখাত্মনে।
মধুপর্কমিমং দেবকল্পয়ামি প্রসীদ মে ।।
এষ মধুপর্কঃ ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ।"

৭। পুনরাচমনীয়—"বং এতস্মৈ পুনরাচমনীয়োদকায় নমঃ।"
মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনান্তে—
"ওঁ উচ্ছিষ্ঠোঽপ্য শুচির্বাপি যস্য স্মরণ মাত্রতঃ।
শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈতে পুনরাচমনীয়কম্ ।।
ইদং পুনরাচমনীয় জলং ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ।"

৮। স্নানীয়— "বং এতস্মৈ স্নানীয় জলায় নমঃ।"
মন্ত্র পূর্ববৎ অর্চনান্তে—
"ওঁ জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছমিদং শুদ্ধং মনোহরম্।
স্নানার্থন্তে ময়া ভক্ত্যা কল্পিতং প্রতিগৃহ্যতাম্ ।।
ইদং স্নানীয় জলং ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ।"

৯। বস্ত্র— "বং এতস্মৈ বস্ত্রায় নমঃ।"
মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনান্তে—
"ওঁ বহুতন্তু সমাযুক্তং পট্টসূত্রাদি নির্মিতম্।
বাসোদেব সশুক্লঞ্চ গৃহাণ জগদীশ্বর।
ইদং বস্ত্রং ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ।"

১০। আভরণ— "বং এতস্মৈ আভরণায় নমঃ।"
মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনান্তে—
"ওঁ স্বভাব সুন্দরাঙ্গায় নানা শক্ত্যাশ্রয়ায়তে।
ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়ামমরার্চিতং।।
ইদং রজতাভরণং ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ।"

১১। গন্ধ— "বং এতস্মৈ গন্ধায় নমঃ।"
মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনান্তে—
"ওঁ যদঙ্গস্পৃর্শমরুতঃ গন্ধানুলেপনম্।।
এষ গন্ধঃ ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ।"

১২। পুষ্প— "বং এতস্মৈ পুষ্পায় নমঃ।"
মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনান্তে—

"ওঁ পুষ্পং মনোহরং দিব্যং সুগন্ধি দেবনির্মিতম।
ময়ানিবেদিতো ভক্ত্যা গৃহাণ জগদীশ্বর।।
এতানি সচন্দন পুষ্পানি ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ।"

১৩। পুষ্পমাল্য—"বং এতস্মৈ পুষ্পমাল্যায় নমঃ।"
মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনান্তে—
"ওঁ সূত্রেণ গ্রথিতং মাল্যং নানাপুষ্পোপশোভিতং।
শ্রীযুক্ত লম্বমানঞ্চ গৃহাণ জগদীশ্বর।।
এতৎ পুষ্পমাল্যং ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ।"
ইদং লড্ডুকং ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ।"

১৪। ধূপ— "বং এতস্মৈ ধূপায় নমঃ।"
মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনান্তে—
"ওঁ বনস্পতি রসোদিব্য গন্ধাঢ্য সুরভোজন।
ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।।
এষ ধূপঃ ওঁ গাং গণপাতয়ে নমঃ।"

১৫। দীপ— "বং এতস্মৈ দীপায় নমঃ।"
মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া—

"ওঁ সুপ্রকাশোমহাদীপঃ সর্বতস্তিমিরাপহ।
সবাহ্যাভ্যন্তরোজ্যোতি দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।।
এষ দীপঃ ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ।"

১৬। নৈবেদ্য— "বং এতস্মৈ নৈবেদ্যায় নমঃ।"
মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ অর্চনান্তে—
"ওঁ সৎপাত্র সিদ্ধ-সুহবির্বিবিধানেক ভক্ষণম্।
নিবেদয়ামি দেবেশ সর্বতৃপ্তিকরং পরম্।।
ইদং সঘৃতোপকরণ নৈবেদ্যং ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ।"

১৭। লড্ডুক— "বং এতস্মৈ লড্ডুকায় নমঃ।"
মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ অর্চনান্তে—
ওঁ লড্ডুকং ষড়্‌রসৈযুক্তং দুগ্ধখণ্ডাদি নির্মিতম্।
সুমিষ্টং মধুরং দেব গৃহ্যতাং জগদীশ্বর।।
ইদং লড্ডুকং ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ।"

১৮। পানার্থ জল—"বং এতস্মৈ পানার্থোদকায় নমঃ।"
মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ অর্চনান্তে—

"ওঁ জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছং সুগন্ধি পরিপূরিতম্।
মযা নিবেদিতং ভক্ত্যা পানার্থং প্রতিগৃহ্যতাম্।।
ইদং পানার্থোদকম্ ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ।"

১৯। পুনরাচমনীয়—"বং এতস্মৈ পুনরাচমনীয় জলায় নমঃ।"
মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ অর্চনান্তে—
"ওঁ উচ্ছিষ্টোঽপ্যশুচির্বাপি যস্য স্মরণ মাত্রতঃ।
শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈতে পুনরাচমনীয়কম্।।
ইদং পুনরাচমনীয় জলং ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ।"

২০। তাম্বুল— "বং এতস্মৈ সোপকরণ তাম্বুলায় নমঃ।"
মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ অর্চনান্তে—
"ওঁ তাপত্রয়হরং দিব্যং কর্পূরাদি সুবাসিতম্।
মযা নিবেদিতং দেব তাম্বুলং মিদমুত্তমম্।।
ইদং সোপকরণ তাম্বুলং ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ।"

২১। রচনা— "বং এতস্মৈ রচনায়ৈ নমঃ।"
মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ অর্চনান্তে—

"ওঁ নানাফল সমাযুক্তাং নানাবর্ণ প্রপরিতাম।
রচানাংতে প্রযচ্ছামি গৃহাণ জগদীশ্বর ।।
এষা রচনাঃ ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ।"

এইরূপে ষোড়শোপচারে পূজা সমাপ্ত করিয়া, প্রণাম করিবেন। প্রণামান্তে পুষ্টির পুজা করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র— "ওঁ দেবেন্দ্র মৌলিমন্দার মকরন্দ কণারুণাঃ।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব চরণম্বুজরেণবঃ ।।

পুষ্টির পূজা—"এতৎ পাদ্যং ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ। ইদমর্ঘ্যম্ ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ। ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ। ইদং পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ। ইদং স্নানীয়ং ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ। ইদং বস্ত্রম্ ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ। ইদং গন্ধং ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ। ইদং পানার্থোদকম্ ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ। ইদং পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ। ইদং সোপকরণ তাম্বুলং ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা অথবা যথাশক্তি উপচারে পুষ্টির পূজাপূর্বক মুষিকের পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

মূষিকের পূজা—"এষ গন্ধঃ ও মূষিকায় নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ মূষিকায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওং মূষিকায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ মূষিকায় নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ মূষিকায় নমঃ। ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ মূষিকায় নমঃ।" মন্ত্রে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র—"ওঁ বৃষাকার মহাভাগ বৃষরূপ মহাবল। কর্মরূপ বৃষ ত্বংহি গণেশস্য চ বাহনম্।।

ইহার পর দেবতার বীজমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিবেন।

জপমন্ত্র—"ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ।" জপ শেষে সমর্পণ মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিবেন।

জপসমর্পণ মন্ত্র—এক গণ্ডুষ জল গ্রহণ করিয়া—"ওঁ গুহ্যাতিগুহ্য গোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতজপম্। সিদ্ধির্ভবতুমে দেব তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর।।" মন্ত্র পাঠান্তে জলগণ্ডুষ গণেশের নিম্ন দক্ষিণ হস্তোদ্দেশে দিবেন।

অতঃপর পুষ্পাঞ্জলি দিবেন। যথা—"এষ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ।"

পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের পর বিষ্ণুর পূজা করিবেন।

বিষ্ণুর পূজা—ধ্যান ঃ "ওঁ উদ্যৎকোটি দিবাকরাভমনিশং শঙ্খং গদাং পঙ্কজং,
চক্রাং বিভ্রতমিন্দিরা বসুমতী সংশোভিত পার্শ্বদ্বয়ং।
কোটিরাঙ্গদহার কুণ্ডলধরং পীতাম্বরম,
কৌস্তুভদীপ্তং বিশ্বধরং,
স্ববক্ষসি লগচ্ছ্রীবৎস চিহ্নং ভজে।।"

এইরূপে ধ্যানান্তে—"এতৎ পাদ্যং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। ইদমর্ঘ্যং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। ইদং আচমনীয়ং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এষ মধুপর্কঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। ইদং পুনরাচমনীয়ং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।

এষ গন্ধঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সচন্দন পুষ্পম্ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সচন্দন তুলসী পত্রম্ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ পানার্থোদকম্ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।" এইরূপে পূজান্তে প্রণাম করিবেন।

প্রণাম— "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।"
অতঃপর লক্ষ্মীর পূজা করিবেন।

লক্ষ্মীর পূজা—ধ্যান ঃ "ওঁ পাশাক্ষমালিকাম্ভোজ সৃণিভির্যাম্য সৌম্যয়ো।
পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্য মাতরম্।।
গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্বালঙ্কার ভূষিতাম্।
রৌক্সপদ্ম ব্যগ্রকরাং বরাং দক্ষিণেন তু।।"

ধ্যানান্তে ষোড়শোপচারে বা দশোপচারে পূজা করিবেন। যথা—"এতৎ পাদ্যং ওঁ শ্রীং লক্ষ্মৈ্য নমঃ। ইদমর্ঘ্যং ওঁ শ্রীং লক্ষ্মৈ্য নমঃ। ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ শ্রীং লক্ষ্মৈ্য নমঃ। ইদং পুনরাচমনীয়ং ওঁ শ্রীং লক্ষ্মৈ্য নমঃ। ইদং স্নানীয়ং ওঁ শ্রীং লক্ষ্মৌ নমঃ। এষ গন্ধঃ ওঁ শ্রীং লক্ষ্মৈ্য নমঃ। এতং সচন্দন পুষ্পম্ ওঁ শ্রীং লক্ষ্মৈ্য নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ শ্রীং লক্ষ্মৈ্য নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ শ্রীং লক্ষ্মৈ্য নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ শ্রীং লক্ষ্মৈ্য নমঃ। এতৎ পানার্থোদকম্ ওঁ শ্রীং লক্ষ্মৈ্য নমঃ।" এখানে দশোপচারে পূজাবিধি দেওয়া হইল। এইরূপে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র— "ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে।।"

অতঃপর "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কুবেরায় নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে কুবেরের পূজাপূর্বক প্রমাম করিবেন।

প্রণাম— "ওঁ ধনদায় নমস্তুভ্যং নিধিপদ্মধিপায় চ।
ভবন্তু তৎ প্রসাদান্মে ধন-ধান্যাদি সম্পদঃ।।"

অতঃপর স্তোত্রাদি পাঠ করিবেন।

শ্রীশ্রীগণেশ স্তোত্রম্

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ— ঈশ ত্বাং স্তোতুমিচ্ছামি ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্।
নিরূপিতমশক্তোঽহংমনুরূপমনুহকম্।।
প্রবরং সর্বদেবানাং সিদ্ধানাং যোগিনাং গুরুম্।
সর্বস্বরূপং সর্বেশং জ্ঞানরাশিস্বরূপিণম্।।
অব্যক্তমক্ষরং নিত্যং সত্যমাত্মস্বরূপিণম্।
বায়ুতল্যাতিনির্লিপ্তিং চাক্ষতং সর্বসাক্ষিণম্।।

সংসারার্ণব পারে চ মায়াপোতে সুদুর্লভম্।
কর্ণধারস্বরূপঞ্চ ভক্তানুগ্রহকারকম্ ।।
বরং বরেণ্য বরদং বরদানামপীশ্বরম্।
সিদ্ধং সিদ্ধিস্বরূপঞ্চ সিদ্ধিদং সিদ্ধিসাধনম্ ।।
ধ্যানাতিরিক্তং ধ্যেয়ঞ্চ ধ্যানাসাধ্যঞ্চ ধার্মিকম্।
ধর্মস্বরূপং ধর্মজ্ঞং ধর্মাধর্ম ফলপ্রদম্ ।।
বীজং সংসারবৃক্ষাণামঙ্কুরঞ্চ তদাশ্রয়ং।
স্ত্রীপুনংপুংসকানাঞ্চ রূপমেতদতীন্দ্রিয়ম্ ।।
সর্বাদ্যমগ্রপূজ্যঞ্চ সর্বপূজ্যং গুণার্ণবম্।
স্বেচ্ছয়া সগুণং ব্রহ্ম নির্গুণঞ্চাপি স্বেচ্ছয়া ।।
সমং প্রকৃতিরূপঞ্চ প্রকৃতং প্রকৃতেঃ পরম্।
ত্বাং স্তোতুমক্ষমোঽনন্তঃ সহস্রবদনেন চ ।।
ন ক্ষমঃ পঞ্চবক্ত্রশ্চ ন ক্ষমশ্চতুরাননঃ।
সরস্বতী ন শক্ত্যা চ ন শক্তোঽহং তব স্তুতৌ ।।
ন শক্ত্যাশ্চ চতুর্বেদাঃ কে বা তে বেদবাদিনঃ।
ইত্যেবং স্তবনং কৃত্বা সুরেশং সুরসংসদি ।।

সুরেশশ্চ সুরৈঃ সার্দ্ধং বিররাম রমাপতিঃ।
ইদং বিষ্ণুকৃতং স্তোত্রং গণেশস্য চ যঃ পঠেৎ।।
সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাহ্নে ভক্তিযুক্তঃ সমাহিতঃ।
তদ্বিঘ্নং নিঘ্নং কুরুতে বিঘ্নেশ সততং মুনে।।
বর্দ্ধতে সর্বকল্যাণং কল্যাণজনকঃ সদা।
যাত্রাকালে পঠিত্বা তু যো যাতি ভক্তিপূর্বকম্
তস্য সর্বাভীষ্টসিদ্ধির্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
তেন দুষ্টঞ্চ দুঃস্বপ্নং সুস্বপ্নমুপজায়তে।।
কদাপি ন ভবেত্তস্য গ্রহপীড়া চ দারুণা।
ভবেদ্বিনাশং শত্রুণাং বন্ধুনাঞ্চ বিবর্দ্ধনম্।।
শশ্বদ্‌বিঘ্নবিনাশশ্চ শশ্বৎ সম্পদ্বিবর্দ্ধনম্।
স্থিরা ভবেদ্ গেহে লক্ষ্মীঃ পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধিনী
সর্বৈশ্বর্য্যমিহ প্রাপে অন্তে বিষ্ণুপদং ভবেৎ।
ফলঞ্চাপি চ তীর্থানাং যজ্ঞানাং যদ্ভবেদ্ ধ্রুবম্।।
মহতাং সর্বদানানাং শ্রীগণেশ প্রসাদতঃ।।

—ইতি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে গণেশ খণ্ডে বিষ্ণুকৃত গণেশ স্তোত্রং সমাপ্তম্।—

সঙ্কটনাশনং গণেশ স্তোত্রম্

নারদ উবাচ— প্রণম্য শিরসা দেবং গৌরী পুত্রং বিনায়কম্।
ভক্ত্যাবাসং স্মরেন্নিত্যং আয়ুস্কামার্থ সিদ্ধয়ে।।
প্রথমং বক্রাতুণ্ডঞ্চ এতদন্তঃ দ্বিতীয়কম্।
তৃতীয়ং কৃষ্ণ পিঙ্গাক্ষং গজবক্ত্রং চতুর্থকম্।।
লম্বোদর পঞ্চমঞ্চ ষষ্ঠং বিকটমেব চ।
সপ্তমং বিঘ্নরাজঞ্চ ধূম্রবর্ণং তথাষ্টকম্।।
নবমং ভালচন্দ্রঞ্চ দশমং তু বিনায়কম্।
একাদশং গণপতি দ্বাদশন্তু গজাননম্।।
দ্বাদশৈতানি নামানি ত্রিসন্ধ্যন যঃ পঠেন্নরঃ।
নাস্তি বিঘ্নভয়ং তস্য সর্বসিদ্ধিং লভেদ্ ধ্রুবম্।।
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং ধনার্থী লভতে ধনম্।
পুত্রার্থী লভতে পুত্রান্ মোক্ষার্থী লভতে গতিম্।।
ইদং গণপতি স্তোত্রং ষড়ভি মাসৈঃ ফলং লভেৎ।
সংবৎসরেণ সিদ্ধিঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়।।

অষ্টাভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ লিখিত্বা যো সমর্পয়েৎ।
তস্য বিদ্যা ভবেৎসদ্যো গণেশস্য প্রসাদতঃ।।
—ইতি নারদপুরাণে সঙ্কটনাশনং নাম গণেশ স্তোত্রং সমাপ্তম্।।—
ওঁ তৎ সৎ

স্তোত্রাদি পাঠের পর ভোগের ব্যবস্থা থাকিলে তাহা নিবেদন করিয়া স্ব স্ব বেদোক্ত হোম করিবেন।

হোমবিধি (সাম)

পূর্বমুখে বসিয়া হস্ত প্রমাণ স্থান, অর্থাৎ চব্বিশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থান গোময় বা গঙ্গাজল দ্বারা শুদ্ধ করিয়া স্থণ্ডিল প্রস্তুতপূর্বক বালুকা লিপ্ত করিবেন। স্থণ্ডিলের দক্ষিণ এক আঙ্গুল বাদ দিয়া দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ একটি রেখা। তন্মূল হইতে স্থণ্ডিলের পশ্চিম প্রান্তে ২ আঙ্গুল বাদ দিয়া একটি উত্তরাগ্র ২১ অঙ্গুলি প্রমাণ রেখা করিবেন। দ্বাদশ অঙ্গুলি রেখার মূল হইতে ৭ অঙ্গুলি উত্তরে একটি প্রাদেশ প্রমাণ পূর্বাগ্র রেখা, তাহার ৭ অঙ্গুলি উত্তরে আর একটি প্রাদেশ প্রমাণ পূর্বাগ্র রেখা, তাহার ৭ অঙ্গুলি উত্তরে আর একটি প্রাদেশ প্রমাণ এইরূপ রেখা টানিবেন। এই ৫টি রেখাকরণের সময় মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—১২ অঙ্গুলি পরিমাণ পূর্বাগ্র

রেখা—"ওঁ রেখেয়ং পৃথ্বীদেবতাকা পীতবর্ণা ।। ১ ।।" তন্মূলে ২১ অঙ্গুলি প্রমাণ উত্তরাগ্র রেখা—"ওঁ রেখেয়ং অগ্নিদেবতাকা লোহিতবর্ণা ।। ২ ।।" প্রথম রেখা হইতে ৭ অঙ্গুলি প্রাদেশ প্রমাণ পূর্বাগ্র রেখা—"ওঁ রেখেয়ং প্রজাপতিদেবতাকা কৃষ্ণবর্ণা ।। ৩ ।।" পুনঃ ৭ অঙ্গুলি অন্তরিত প্রাদেশ প্রমাণ পূর্বাগ্র রেখা—"ওঁ রেখেয়মিন্দ্রদেবতাকা নীলবর্ণা ।। ৪ ।।" তাহা হইতে প্রাদেশ প্রমাণ পূর্বাগ্র রেখা—"ওঁ রেখেয়ং সোমদেবতাকা শুক্লবর্ণা ।। ৫ ।।"

অতঃপর উক্ত পাঁচটি রেখার মূলদেশ হইতে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার দ্বারা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উৎকর (বালুকা) লইয়া—"প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নির্দেবতা উৎকর নিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্তঃ পরাবসু।" মন্ত্রে অরত্নি প্রমাণ দূরে ঈশান কোণে নিক্ষেপপূর্বক উত্তরদিকে অভ্যুক্ষণার্থ কুশকুসুম সহিত জলপাত্র রাখিবেন। এই জলপাত্র হইতে জলদ্বারা রেখা অভ্যুক্ষণ করিবেন। অতঃপর প্রজ্বলিত অগ্নিগ্রহণ করিয়া—"প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নির্দেবতা অগ্নিসংস্কারে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিনোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।" মন্ত্র পাঠান্তে কিছু অগ্নি নৈঋতকোণে ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট অগ্নি মন্ত্র পাঠান্তে স্থণ্ডিলের উপর দক্ষিণাবর্তে ঘুরাইয়া তৃতীয় রেখার উপরে আত্মাভিমুখে স্থাপন করিবেন। যথা—"প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোগ্নির্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্‌। ওঁ সর্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্বকর্মসু ।।" অতঃপর "অগ্নে

ত্বং বলদনামাসি।" মন্ত্রে অগ্নির বলদ নামকরণ করিয়া—"ওঁ বলদ নামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ...." ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক অগ্নির ধ্যান করিবেন। যথা—

"ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রু কেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ জঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নি সপ্তার্চিঃ শক্তি-ধারকঃ।।" ধ্যানান্তে— "এষ গন্ধঃ ওঁ বলদ নামগ্নে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ বলদ নামাগ্নে নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ বলদ নামাগ্নে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ বলদ নামাগ্নে নমঃ। এতৎ আজ্য নৈবেদ্যং ওঁ বলদ নামাগ্নে নমঃ।" এইরূপে পূজান্তে পূর্বস্থাপিত জলপাত্র হইতে জলধারা দিয়া অগ্নির উত্তর হইতে দক্ষিণে স্থণ্ডিল হইতে অরত্নি প্রমাণ দূরে পূর্বমুখে জলধারা দিয়া কতিপয় কুশ তদুপরি পূর্বাগ্রে বিস্তৃত করিয়া ব্রহ্মাসন করিবেন। বৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা না হইলে নারায়ণ শিলাকেই ব্রহ্মারূপে উহাতে স্থাপন করিবেন। হোতা বামহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা আস্তৃত কুশাসন হইতে একটি কুশ লইয়া মন্ত্র পাঠপূর্বক কুশটি দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে নিক্ষেপ করিবেন । যথা—

"প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপছন্দোঽগ্নির্দেবতা তৃণনিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ।" অতঃপর পাঠ করিবেন—"প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপছন্দোঽগ্নির্দেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আবসোঃ সদনে সীদ।" অতঃপর ব্রহ্মা না থাকিলে হোতা বলিবেন—"ওঁ সীদামি।" এবার কয়েকটি কুশ ব্রহ্মাকে দিয়া জলদ্বারা অভ্যুক্ষণ করতঃ। "এতৎ কুশপত্রম্ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।" বলিবেন। ইহার পর ব্রহ্মা ও হোতা বা শুধু হোতা পাঠ করিবেন। যথা—

"প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা অযজ্ঞীয় বাগ্বচননিমিত্তজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্। সমূঢ়মস্য পংসুলে ।।" অতঃপর ভূমিমন্ত্র জপ করিবেন।

দক্ষিণ জানু পাতিত করিয়া অধোমুখ বামহস্তোপরি অধোমুখ দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া পাঠ করিবেন। যথা—"পরমেষ্ঠীর্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নির্দেবতা ভূমিজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং ভূমের্ভজামহং ইদং ভদ্রং সুমঙ্গলং। পরাসপত্নান্ বাধাস্বান্যেষাং বিন্দতে ধনম্।।" অতঃপর কতিপয় কুশ লইয়া দক্ষিণাবর্তে মন্ত্র পাঠপূর্বক তৃণাদি মার্জন করিবেন। যথা—

কৌৎসঋষির্জগতীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা পৃষ্ঠস্য ষড়হস্য যষ্ঠেঽহন্যগ্নিমারুতে শস্তে পরিসমূহনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে রথমিবসং মহেমা মনীষয়া। ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সংসদ্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ন্তব।। ওঁ ভরামেধ্মং কৃণবামা হবীংষি তে চিতয়ন্তঃ পর্বনা পর্বনা বয়ম। জীবতবে প্রতরাং সাধয়া ধিয়োঽগ্নে সখ্যে মা রিষমা বয়ং তব।। ওঁ শকেম ত্বা সমিধং সাধয়া ধিয়স্তে দেবা হবিরদন্ত্যাহুতম্। ত্বমাদিত্যাং আ বহ তান্ হ্যুস্মস্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ন্তব ।।" অতঃপর সম্মার্জনী কুশগুলি ঈশানকোণে ফেলিয়া কুশপাতন করিবেন। তাহার পর কিঞ্চিৎ উত্থিত হইয়া বিংশতি হস্তপ্রমাণ সমিধ প্রজাপতি দেবতাকে চিন্তা করিয়া অমন্ত্রক অগ্নিতে দিবেন। অতঃপর আস্তৃত কুশ হইতে দুইটি কুশ লইয়া পবিত্র বাঁধিয়া মন্ত্র পাঠপূর্বক প্রাদেশ প্রমাণ রাখিয়া নখ ব্যতীত ছেদন করিবেন। মন্ত্র—"প্রজাপতির্ঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রচ্ছেদনে

বিনিয়োগঃ। ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণবৌঃ। "তাহার পর বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাদ্বারা ধারণ করিয়া মন্ত্র পাঠপূর্বক অভ্যুক্ষণ করিয়া ঘৃতপাত্রে উত্তরাগ্র করিয়া রাখিবেন। মন্ত্র—"প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রমার্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ।।" অতঃপর ঘৃতপাত্রে ঘৃত ঢালিয়া দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা পবিত্রের অগ্রভাগ বামহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা পবিত্রের নিম্নভাগ ধারণপূর্বক, দক্ষিণ হস্ত অধোমুখ করতঃ তদুপরি বামহস্ত অধোমুখ করিয়া পাঠ করিবেন। যথা—"প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ আজ্যং দেবতা আজ্যোৎপবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবস্ত্বা সবিতোৎপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা।।" মন্ত্র পাঠান্তে পবিত্রের মধ্যভাগদ্বারা ঘৃত আলোড়নপূর্বক পবিত্র দ্বারাই ঘৃত অগ্নিতে আহুতি দিবেন। অতঃপর অমন্ত্রক দুইবার ঐভাবে আহুতি দিয়া পবিত্রটি বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা উহাতে কুশোদক দিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। অতঃপর ঘৃত পাত্র, স্রুক ও স্রুব অগ্নিতে স্পর্শ করাইয়া তলদেশ মার্জনপূর্বক কুশোপরি রাখিবেন। অতঃপর উদকাঞ্জলিসেক করিবেন।

দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিত করিয়া অগ্নির দক্ষিণে নৈর্ঋতে কোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত জলধারা দিবেন। যথা—"প্রজাপতির্ঋষিরদিতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতে অনুমন্যস্ব।" অগ্নির পশ্চিমে নৈর্ঋত কোণ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত জলধারা দিবেন। যথা—"প্রজাপতির্ঋষিরনুমতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনুমতে অনুমন্যস্ব।

"অগ্নির উত্তরে বায়ুকোণ হইতে ঈশান কোণ পর্যন্ত জলধারা দিবেন। যথা—"প্রজাপতির্ঋষিঃ সরস্বতী দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ সরস্বত্যনুমন্যস্ব।" অতঃপর মন্ত্র পাঠপূর্বক দক্ষিণাবর্তে জলদ্বারা অগ্নিকে বেষ্টন করিবেন। যথা—"প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা অগ্নিপর্য্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুবযজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায়। দিব্যো গন্ধর্বঃ কেতপূঃ কেতন্নঃ পুনাতু বাচস্পতির্বাচন্নঃ স্বদতু।"

অনন্তর করযোড়ে পাঠ্য—"ওঁ তপশ্চ তেজশ্চ শ্রদ্ধা হ্রীশ্চ সত্যঞ্চাক্রোধশ্চ ত্যাগশ্চ ধৃতিশ্চ ধর্মশ্চ সত্বঞ্চ বাক্ চ মনশ্চ আত্মা চ ব্রহ্ম চ তানি প্রপদ্যে মামবন্ত ।।"

অতঃপর দক্ষিণ জানু তুলিয়া দক্ষিণ হস্তে কতিপয় কুশ ও পুষ্প মুঠিতে ধরিয়া উপরে দক্ষিণ হস্তনিচে বামহস্ত রাখিয়া বিরূপাক্ষ জপ করিবেন। যথা—

পরমেষ্ঠীর্ঋষিঃ রুদ্ররূপোঽগ্নির্দেবতা বিরুপাক্ষজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুব স্বরোম্ মহান্তমাত্মানং প্রপদ্যে বিরূপাক্ষোঽসি দন্তাঞ্জিস্তস্য তে শয্যা পর্ণে গৃহান্তরিক্ষে বিমিতং হিরণ্ময়ং তদ্দেবানাং হৃদয়ানুয়স্ময়ে কুম্ভেঽন্তঃ সন্নিহিতানি তানি বলভৃচ্চ বলসাচ্চ রক্ষাতোঽপ্রমণী অনিমিষতঃ সত্যং যত্তে দ্বাদশ পুত্রাস্তে ত্বা সংবৎসরে সংবৎসরে কামপ্রেণ যজ্ঞেন যাজয়িত্বা পুনর্ব্রহ্মচর্য্য মুপয়ন্তি ত্বা দেবেষু ব্রাহ্মণোঽস্যহংমনুষ্যেষু ব্রাহ্মণো বৈ ব্রাহ্মণমুপধাবত্যুপত্বা ধাবামি জপন্তং মা মা প্রতিজাপীর্জুহ্বন্তং মা মা প্রতিহৌষীং কুর্বন্তং মা মা

প্রতিকার্ষীস্ত্বাং প্রপদ্যে ত্বয়া প্রসূত ইদং কর্ম করিষ্যামি তন্মে রাধ্যতাং তন্মে সমৃধ্যতাং তন্মে উপপদ্যতাং সমুদ্রো মা বিশ্বব্যচা ব্রহ্মানুজানাতু তুথো মা বিশ্ববেদা ব্রহ্মণঃ পুত্রোঽনুজাতু স্বাত্রো মা প্রচেতা মৈত্রাবরুণোঽনুজানাতু তস্মৈ বিরূপাক্ষায় দন্তাঞ্জয়ে সমুদ্রায় বিশ্বব্যচসে তুথায় বিশ্ববেদসে শ্বত্রায় প্রচেতসে সহস্রাক্ষায় ব্রহ্মণঃ পুত্রায় নমঃ।।" মন্ত্র পাঠান্তে কুশাদি পূর্বোত্তর দিকে নিক্ষেপ করতঃ ফুল পুষ্প ব্রহ্মাকে দিবেন। এবার প্রকৃত কর্ম করিবেন।

প্রকৃত কর্ম—প্রথমে মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। যথা—"প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রী-চ্ছন্দোঽবিষ্ণুর্দেবতা মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়গঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দো বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহিৃতি হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহিৃতি হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্ব স্বাহা।" অতঃপর সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা অমুক গোত্রস্য (অমুক দেবশর্মণঃ, অমুক দাস, অমুকী দেবী বা দাসী) বাণিজ্য বৃদ্ধি কামঃ (স্ত্রীলোক পক্ষে কামাঃ) শ্রীশ্রীগণেশ পূজা কর্মাঙ্গীভূত হোমকর্মণঃ এতানি অষ্টোত্তর শতসংখ্যক (যত বিল্বপত্র সংখ্যা উল্লেখ্য) সাজ্য বিল্বপত্রানি ওঁ গাং গণপাতয়ে স্বাহেতি মন্ত্রেণ প্রত্যেকেন পঠিতেন হোম কর্মাহং করিষ্যে (পরার্থে করিষ্যামি)।"

অতঃপর সমিধের অর্চনা করিবেন। যথা—"এতানি (সংখ্যা উল্লেখ্য) সাজ্য বিল্বপত্রেভ্যো

নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার কুশোদক অভ্যুক্ষণ ও মন্ত্র পাঠ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতানি (সংখ্যা উল্লেখ্য) সাজ্য বিল্বপত্রেভ্যো নমঃ।" "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরায় নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ।" মন্ত্রে কুশোদক দিয়া এক একটি বিল্বপত্র ঘৃতাক্ত করিয়া "ওঁ গাং গণপতয়ে স্বাহা।" মন্ত্রে আহুতি দিয়া উদীচ্য কর্ম করিবেন।

উদীচ্য কর্ম—প্রথমে সঙ্কল্প করিবেন। যথা—"ওঁ অদ্যেত্যাদি....অমুক কর্মণি যৎকিঞ্চি-দ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শাট্যায়নহোমমহং কুর্বীয়।" করযোড়ে পাঠ করিবেন—"ওঁ অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি।" মন্ত্রে অগ্নির নামকরণ করিয়া, "পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষা" ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান, আবাহন এবং পূজাপূর্বক নিম্নমন্ত্রে ঘৃতাহুতি দিবেন। যথা—

"প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পাহিনোঽগ্ন এনসে স্বাহা ।। ১ ।। প্রজাপতির্ঋষির্বিশ্বেদেবা দেবতাঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পাহি নো বিশ্ববেদসে স্বাহা ।। ২ ।। প্রজাপতির্ঋষির্বিভাবসুর্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যজ্ঞং পাহি বিভাবসো স্বাহা ।। ৩ ।। প্রজাপতির্ঋষিঃ শতক্রতুর্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সব্যং পাহি শতক্রতো স্বাহা ।। ৪ ।। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পাহি নো অগ্ন একয়া পাহ্যুত দ্বিতীয়য়া। পাহি গীর্ভিস্তিসৃভিরূর্চাম্পতে পাহি চতসৃভির্বসো স্বাহা ।। ৫ ।। প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ পুনরূর্জা নি বর্তস্ব পুনরুগ্ন ইষায়ুষা। পুনর্নঃ পাহ্যংহসঃ স্বাহা।।৬।। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌-ছন্দোঽগ্নির্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সহরয্যা নি বর্তস্বাগ্নে পিন্বস্ব ধারয়া। বিশ্বপস্ন্যা বিশ্বতস্পরি স্বাহা।।৭।। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নির্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অজ্ঞাতং যদনাজ্ঞাতং যজ্ঞস্য ক্রিয়তে মিথঃ। অগ্নে তদস্য কল্পয় ত্বং বি বেত্থ যথাযথং স্বাহা।।৮।। প্রজাপতির্ঋষিঃ পংক্তিশ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতানন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভুব। যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীনাং স্বাহা।।৯।।"

ইহার পর একটি প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ অগ্নিতে দিয়া পূর্ববৎ মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। অনন্তর নবগ্রহ হোম করিবেন। যথা—"ওঁ রবি গ্রহায় স্বাহা। ওঁ চন্দ্রগ্রহায় স্বাহা। ওঁ মঙ্গলগ্রহায় স্বাহা। ওঁ বুধগ্রহায় স্বাহা। ওঁ বৃহস্পতি গ্রহায় স্বাহা। ওঁ শুক্রগ্রহায় স্বাহা। ওঁ শনৈশ্চর গ্রহায় স্বাহা। ওঁ রাহু গ্রহায় স্বাহা। ওঁ কেতুভ্যঃ গ্রহেভ্যঃ স্বাহা।।"

অনন্তর দশ দিকপালের হোম করিবেন। যথা—"ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। ওঁ যমায় স্বাহা। ওঁ নৈর্ঋতায় স্বাহা। ওঁ বরুণায় স্বাহা। ওঁ বায়বে স্বাহা। ওঁ কুবেরায় স্বাহা। ওঁ ঈশানায় স্বাহা। ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা। ওঁ অনন্তায় স্বাহা।।"

অতঃপর—"ওঁ নারায়ণায় স্বাহা। ওঁ লক্ষ্ম্যৈ স্বাহা। ওঁ সরস্বত্যৈ স্বাহা। ওঁ প্রত্যক্ষদেব-

দেবীভ্যঃ স্বাহা। ওঁ সর্বদেবদেবীভ্যঃ স্বাহা।" একটি ঘৃতাক্ত সমিধ অগ্নিতে আহুতি দিয়া জানুদ্বয় উত্তোলনপূর্বক জলাঞ্জলি লইয়া নিম্নমন্ত্রে অগ্নিপর্য্যুক্ষণ করিবেন। যথা—

"প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা অগ্নিপর্য্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেব সবিতঃ প্রসূব যজ্ঞং প্রসূব যজ্ঞপতিং ভগায়। দিব্যো গন্ধর্বঃ কেতপূঃ কেতন্নঃ পুনাতু বাচস্পতির্বাচন্নঃ স্বদতু।" এই মন্ত্রে জলধারা দ্বারা দক্ষিণাবর্তে অগ্নিবেষ্টন করিবেন।

পুনরায় জলাঞ্জলি লইয়া নৈর্ঋত কোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত—"প্রজাপতিঋষির-দিতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতে অন্বমংস্থা।"

পুনরায় জলাঞ্জলি লইয়া পশ্চিমে নৈঋতকোণ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত—"প্রজাপতি-ঋষিরনুমতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অমুনতে অন্বমংস্থা।"

পুনরায় জলাঞ্জলি লইয়া উত্তরে বায়ুকোণ হইতে ঈশান কোণ পর্য্যন্ত—"প্রজাপতিঋষিঃ সরস্বতী দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ সরস্বত্যন্বমংস্থাঃ।"

ইহার পর কতকগুলি প্রাদেশ প্রমাণ কুশ লইয়া উভয় হস্তে চিৎভাবে মুষ্টি দ্বারা ধরিয়া নিম্নমন্ত্র তিনবার পাঠ করিবেন এবং কুশগুলির অগ্র, মধ্য ও মূল তিন স্থানে ঘৃত লাগাইয়া অগ্নিতে দিবেন। যথা—"প্রজাপতিঋষির্বয়োদেবতা দর্ভতৃণাভ্যঞ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অক্তং রিহাণা ব্যন্তু বয়ঃ।"

অতঃপর কুশগুলি বামহস্তে ধরিয়া জলদ্বারা অভ্যুক্ষণ করতঃ দক্ষিণহস্তে গ্রহণপূর্বক মন্ত্র পাঠান্তে অগ্নিতে দিবেন। যথা—"প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দোরুদ্রো দেবতা দর্ভজুটিকা হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যঃ পশূনামধিপতী রুদ্রস্তন্তিচরো বৃষা। পশূনস্মাকং মা হিংসীরেতদস্তুত হুতং তব স্বাহা।" অতঃপর পূর্ণাহুতি দিবেন।

পূর্ণাহুতি—করযোড়ে পাঠ্য—"ওঁ অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি।" এই মন্ত্রে অগ্নির মৃড় নামকরণ করিয়া, "পিঙ্গভ্রশ্মশ্রুকেশাক্ষ" ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান, আবাহন ও পূজাপূর্বক ফলপুষ্প-তাম্বুল-বস্ত্রখণ্ডদি ও প্রচুর ঘৃত লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া মন্ত্র পাঠপূর্বক পূর্ণাহুতি দিবেন। যথা—

"প্রজাপতির্ঋষির্বিরাড় গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ইন্দ্রো দেবতা যশস্কামস্য যজনীয় প্রয়োগ বিনিয়োগঃ। ওঁ পূর্ণহোমং যশসে জুহোমি যোঽস্মৈ জুহোতি বরমস্মৈ দদাতি বরং বৃণে যশসা ভামি লোকে স্বাহা।।" অতঃপর পূর্ণপাত্রানুকল্প ব্রহ্মদক্ষিণার্থ দিবেন।

"বং এতস্মৈ পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যায় নমঃ।" তিনবার মন্ত্র পাঠান্তে তিনবার কুশোদক দিয়া, "এতে গন্ধপুষ্পে পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ব্রহ্মণে নমঃ।" তাহার পর "অদ্যেত্যাদি শ্রীশ্রীগণেশ পূজাকর্মাঙ্গভূতহোমকর্মণি ব্রহ্মকর্ম প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামেতৎ পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যং ব্রহ্মণে তুভ্যমহং সম্প্রদদানি।।" অতঃপর "ব্রহ্মন্ ক্ষমস্ব।" মন্ত্রে ব্রহ্মার বিসর্জন করিবেন। শালগ্রাম

শিলা হইলে বিসর্জন নাই। "ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ" মন্ত্রে অগ্নিতে জল দিয়া অগ্নি বিসর্জন করিয়া ঈশান কোণে দুগ্ধাদি দিয়া—"ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব।" মন্ত্র বলিবেন।

অতঃপর স্থণ্ডিলের ঈশান কোণ হইতে ভস্ম গ্রহণপূর্বক তিলক প্রস্তুত করিয়া অগ্রে নারায়ণে, পরে গণেশকে দিয়া, নিজে তিলক করিয়া, যজমানকেও তিলক দিবেন। মন্ত্র, যথা—(ললাটে) ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং। (কণ্ঠে) ওঁ জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষম্। (বাহুমূলে) ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং। (হৃদয়ে) ওঁ তন্মোঽস্তু ত্র্যায়ুষং।

—ইতি সামবেদীয় হোমবিধি সমাপ্তম্।—

যজুর্বেদীয় হোমবিধি

গোময়াদি লিপ্ত পরিষ্কৃত স্থানে কেশ অঙ্গারাদি বর্জিত বালুকাদ্বারা এক হস্ত প্রমাণ সমচতুষ্কোণ স্থণ্ডিল করিয়া, কুশদ্বারা স্থণ্ডিল প্রমাণ। তিনটি পূর্বাগ্র রেখা অঙ্কনপূর্বক দক্ষিণ হস্তের অনামিকা এবং অঙ্গুষ্ঠদ্বারা উক্ত রেখাত্রয়ের মূলদেশ হইতে কিঞ্চিৎ উৎকর (বালুকা) তুলিয়া ঈশান কোণে নিক্ষেপ করিবেন এবং কুশোদকদ্বারা স্থণ্ডিল প্রোক্ষণপূর্বক, নিজ দক্ষিণে কাংস্যপাত্রে, তাম্রপাত্রে বা নূতন মাটির সরায় জ্বলন্ত অগ্নি লইয়া—"ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিনোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহ।" মন্ত্র পাঠান্তে স্থণ্ডিলের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে

ত্যাগ করিয়া, অপর শুদ্ধাগ্নি গ্রহণপূর্বক—"ওঁ ইহৈবায় মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্।" মন্ত্র পাঠপূর্বক তিনটে রেখার মধ্যে আত্মাভিমুখে স্থাপন করিবেন। অতঃপর করযোড়ে পাঠ্য—"ওঁ সর্বতঃ পাণিপাদান্ত সর্বতোঽক্ষি শিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্বকর্মসু ॥"

অতঃপর অগ্নির দক্ষিণে কতকগুলি কুশ বিছাইয়া ব্রহ্মাসন প্রস্তুত করিবেন। যদি বৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা না হন, তাহা হইলে নারায়ণ শিলাকেই ব্রহ্মা কল্পনা করিয়া হোতা পাঠ করিবেন—"ওঁ অহে দৈধিষব্যোদতস্তিষ্ঠান্যস্য সদনে সীদং, যোঽস্মাৎপাকতরঃ।" মন্ত্র পাঠান্তে ব্রহ্মাসনে কুশোদক দিবেন। বৃত ব্রাহ্মণ না হইলে হোতা স্বয়ং—"ওঁ সীদামি।" বলিবেন।

অতঃপর একগাছি কুশ বামহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা ধরিয়া হোতা বলিবেন—"ওঁ নিরস্তঃ পাপ্মা সহ তেন বয়ং দিস্ম।" মন্ত্র পাঠান্তে কুশটি স্থণ্ডিলের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ফেলিয়া দিবেন। বৃত ব্রাহ্মণ অভাবে হোতা বলিবেন—"ওঁ ইদমহং বৃহস্পতেঃ সদনে সীদামি। প্রসূতো দেবেন সবিত্রা তদগ্নয়ে প্রব্রবীমি, তদ্বায়ুবে, ত্বং পৃথিব্যৈ ॥" মন্ত্র পাঠান্তে অগ্নির অভিমুখে উপবেশন করিবেন। বৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা না হইলে—ব্রহ্মাসনে কুশময় ব্রাহ্মণ, ছত্র, বস্ত্র-উত্তরীয় বা কমণ্ডলু সর্বাভাবে নারায়ণ শিলা স্থাপন করিবেন।

অতঃপর অগ্নির পশ্চিমে প্রণীতা পাত্র স্থাপনপূর্বক হোমের দ্রব্যাদি সাজাইবেন। প্রণীতা

পাত্র বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে প্রোক্ষণী পাত্রের জলদ্বারা উহা পূর্ণ করিবেন এবং স্থণ্ডিলের পশ্চিমে কুশোপরি রাখিয়া একবার স্পর্শপূর্বক পুনরায় পূর্বাসনে রাখিয়া প্রাদেশ প্রমাণ একমুষ্ঠি কুশ লইয়া অগ্নির চতুর্দিকে ঈশান কোণ হইতে উত্তর দিক পর্য্যন্ত বিছাইবেন। অতঃপর পবিত্র ছেদন কুশ ৩টি, পবিত্র ২টি, প্রোক্ষণী পাত্র, পূর্ণপাত্র, সম্মার্জন কুশ ৩ গাছা, উপযমন কুশ ৬ গাছা ও সমিধ হোমার্থ হোমকুণ্ডের সন্নিকটে রাখিবেন।

তাহার পর পবিত্রচ্ছেদনার্থ কুশদ্বয় লইয়া—"ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ।" মন্ত্রে প্রাদেশ প্রমাণ মাপিয়া নখ ব্যতীত ছেদন করিয়া—"ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ।" মন্ত্রে অভ্যুক্ষণপূর্বক একটি প্রোক্ষণী পাত্রে উত্তরাগ্রে রাখিবেন। ইহার পর বাম হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা পবিত্রের অগ্রভাগ, দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা পবিত্রের মূলদেশ ধারণপূর্বক প্রোক্ষণী পাত্রের জলে ডুবাইয়া, বামহস্ততলে প্রোক্ষণীপাত্র রাখিয়া পবিত্রযুক্ত দক্ষিণ হস্তে ঐ জল কিঞ্চিৎ প্রণীতা পাত্রে দিবেন। ইহার পর স্ববামে কুশোপরি প্রণীত পাত্রের নিকটে প্রোক্ষণী পাত্র রাখিয়া সেই জলে সকল দ্রব্য প্রোক্ষণ করিবেন। অতঃপর ঘৃতপাত্রস্থ ঘৃত দর্শন করিয়া অগ্নির উপরে স্থাপনপূর্বক তাহাতে প্রণীতার জল দিয়া হোমকুণ্ড হইতে একখণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া তিনবার ঘৃত পাত্রের উপরে ঘুরাইয়া পুনরায় হোমকুণ্ডে ফেলিবেন। অতঃপর স্রুব নিম্নমুখে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া সম্মার্জন কুশাদ্বারা স্রুবের অথবা কুশীর মূলদেশ হইতে

অগ্রভাগ পর্য্যন্ত মার্জন করিয়া প্রণীতাপাত্রের জল স্রুবে দিয়া পুনরায় অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া প্রোক্ষণীপাত্রে রাখিবেন। এবার প্রোক্ষণী পাত্র হইতে পবিত্র তুলিয়া পবিত্রটির দ্বারা ঘৃত পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ ঘৃত লইয়া অগ্নিতে আহুতি দিবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ সবিতুস্তা প্রসব উৎপুনাম্যচ্ছিদ্রেন পবিত্রেণ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা।।" অতঃপর পবিত্রটি প্রোক্ষণীপাত্রে রাখিবেন। অতঃপর একটি প্রাদেশ প্রমাণ কুশ অমন্ত্রক অগ্নিতে দিবেন। অতঃপর বায়ুকোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত যথাক্রমে ঘৃতাহুতি দিবেন। যথা—"ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, ইদং প্রজাপতয়ে।" নৈঋত কোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত—"ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, ইদমগ্নয়ে।" বায়ুকোণ হইতে ঈশান কোণ পর্য্যন্ত—"ওঁ সোমায় স্বাহা, ইদং সোমায়।" অতঃপর প্রকৃত কর্ম করিবেন।

প্রকৃত কর্ম—প্রথমে সঙ্কল্প করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—শ্রীঅমুকদেবশর্মণঃ বা দাসঃ, দেবী বা দাসী) শ্রীশ্রীগণেশ পূজাঙ্গীভূত ওঁ গাং গণপাতয়ে স্বাহেতি মন্ত্রেণ প্রত্যেকেন পঠিতেন অষ্টোত্তর শতসংখ্যক (সংখ্যা উল্লেখ্য) সাজ্য বিল্বপত্র সমিদ্ভিঃ হোম কর্মাহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)।" অতঃপর অগ্নির "বলদ" নামকরণ করিবেন। যথা—"ওঁ অগ্নে ত্বং বলদানামাসি।" এইরূপে নামকরণ পূর্বক ধ্যান করিবেন। যথা—"ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ জঠরোঽরুণ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চি শক্তিধারকঃ।।" ধ্যানান্তে

আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রাদ্বারা "ওঁ বলদগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ " ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক—এষ গন্ধঃ বলদাগ্নে নমঃ।" এই ক্রমে—পুষ্পঃ, ধূপঃ, দীপ, আজ্য নৈবেদ্যদ্বারা পূজা করিয়া বিল্বপত্র সমিধের অর্চনা করিবেন। যথা—'এতেভ্যঃ বিল্বপত্র সমিদ্ভ্যো নমঃ।" মন্ত্র তিনবার বলিয়া বারত্রয় কুশোদক দিয়া, "এতে গন্ধপুষ্পে এতেভ্যঃ বিল্বপত্র সমিদ্ভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণুবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ।" অতঃপর "ওঁ গাং গণপতয়ে স্বাহা।" মন্ত্রে ঘৃতাক্ত বিল্বপত্র চিৎহস্তে অগ্নিতে আহুতি দিবেন। অতঃপর মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন।

মহাব্যাহৃতি হোম—"ওঁ ভূঃ স্বাহা, ইদমগ্নয়ে। ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ইদং বায়বে। ওঁ স্বঃ স্বাহা, ইদং সূর্য্যায়। ওঁ প্রজাপতির্ঋষির্বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা ব্যস্তসমস্ত মহ্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বাঃ স্বাহা।" পরে একটি কুশ সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবেন।

প্রায়শ্চিত্ত হোম—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুককে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীমুক দেবশর্মা শ্রীশ্রীগণেশপূজা কর্মাঙ্গভূত হোম কর্মণি যদ্বৈগুণ্যাং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় ওঁ ত্বন্নোহগ্নে ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভির্মন্ত্রৈ প্রায়শ্চিত্ত হোমমহং করিষ্যে।" অতঃপর "অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি।" মন্ত্রে অগ্নির বিধুনামকরণ করিয়া—"ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্রু-

কেশাক্ষ" ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান ও আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রাদ্বারা—"ওঁ বিধুনামাগ্নে ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন এবং "এষ গন্ধঃ ওঁ বিধুনামাগ্নে নমঃ।" এই ক্রমে—পুষ্পঃ ধূপঃ দীপঃ, আজ্য নৈবেদ্যদ্বারা পূজাপূর্বক বেদোক্ত পঞ্চমন্ত্রে ঘৃতাহুতি দিবেন। যথা—"তন্ন ইত্যস্য বামদেবঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নিবরুণৌ দেবতে প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ তন্নে অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেড়ো অবযাসিসীষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠোঃ বহ্নিতমঃ শেশুচানো বিশ্বা দ্বেষাগুঁসি প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ স্বাহা। ইদমগ্নিবরুণাভ্যাম্।।১।। তন্ন ইত্যস্য বামদেবঋষিস্ত্রিষ্টুপ্-ছন্দোঽগ্নিবরুণৌ দেবতে প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স ত্বন্নো অগ্নেঽবমো ভবোতী, নেদিষ্ঠো অস্যা উষসোব্যুষ্ঠৌ। অবযক্ষ্ণো বরুণগুঁ বরাণো ব্রীহি মড়িকগুঁ সুহবো ন এধি স্বাহা। ইদমগ্নিবরুণাভ্যাম্।।২।। অয়শ্চাগ্ন ইত্যস্য প্রডাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়শ্চাগ্নেঽস্য নভিশস্তিপাশ্চ সত্যমিত্বময়া অসি। অয়ানো যজ্ঞং বহাস্যয়া নো ধেহি ভেষজগুঁ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে।।৩।। যেতেশতমিত্যস্য শুনঃশেফঋষি-র্জগতীচ্ছন্দো বরুণঃ সবিতা বিষ্ণুর্বিশ্বেদেবা মরুতঃ স্বর্কা দেবতাঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যে তে শতং বরুণ যে সহস্রং যজ্ঞিয়াঃ পাশা বিততা মহান্তঃ তেভির্ণো অদ্য সবিতোত বিষ্ণুর্বিশ্বে মুঞ্চন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ স্বাহা। ইদং বরুণায়।।৪।। সবিত্রে, বিষ্ণবে, বিশ্বেব্যো, দেবেভ্যোং মরুদ্ভ্যঃ,স্বর্কেভ্যোঃ। ওঁ উদুত্তম মিত্যস্য শুনঃশেফঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো

বরুণো দেবতা অয়ানে রুক্মপাশয়োরুন্মোচনে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধম্ মধ্যমং শ্রথায় যথাবয় মাদিত্যব্রতে তথা নাগসো অদিতয়ে স্যাম স্বাহা। ইদং বরুণায় ॥ ৫ ॥ ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, ইদং প্রজাপতয়ে। ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা, ইদং সূর্য্যায়।" পুনরায় মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। অতঃপর নবগ্রহ হোম করিবেন।

নবগ্রহ হোম—"ওঁ রবিগ্রহায় স্বাহা। ওঁ চন্দ্রগ্রহায় স্বাহা। ওঁ মঙ্গলগ্রহায় স্বাহা। ওঁ বুধগ্রহায় স্বাহা। ওঁ বৃহস্পতি গ্রহায় স্বাহা। ওঁ শুক্রগ্রহায় স্বাহা। ওঁ শনৈশ্চর গ্রহায় স্বাহা। ওঁ রাহু গ্রহায় স্বাহা। ওঁ কেতুভ্যঃ গ্রহেভ্যঃ স্বাহা ॥"

দিকপাল হোম—"ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। ওঁ যমায় স্বাহা। ওঁ নৈর্ঋতায় স্বাহা। ওঁ বায়বে স্বাহা। ওঁ বরুণায় স্বাহা। ওঁ ঈশানায় স্বাহা। ওঁ কুবেরায় স্বাহা। ওঁ ব্রহ্মণে। ওঁ অনন্তায় স্বাহা ॥" অতঃপর প্রত্যক্ষ দেবতার হোম করিবেন।

প্রত্যক্ষ দেবতার হোম—"ওঁ বিষ্ণবে নারায়ণায় স্বাহা। ওঁ শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ স্বাহা। ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ স্বাহা। ওঁ পুষ্ট্যৈ স্বাহা । ওঁ প্রত্যক্ষ দেবদেবীভ্যঃ স্বাহা। ওঁ কুলদেবদেবীভ্যঃ স্বাহা। ওঁ ইষ্ট দেবদেবীভ্যঃ স্বাহা।" অতঃপর পূর্ণাহুতি দিবেন।

পূর্ণাহুতি—প্রথমে "অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি।" মন্ত্রে অগ্নির মৃড় নামকরণ করিয়া—"ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ "ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান করিয়া, আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রাদ্বারা "ওঁ মৃড়নামাগ্নে

ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক—"এষ গন্ধঃ মৃড়নামাগ্নে নমঃ।" এইক্রমে—"এষ পুষ্পঃ, এষ ধূপঃ, এষ দীপঃ, এতৎ আজ্যনৈবেদ্যম, মৃড়নামাগ্নে নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিয়া—তাম্বুল, রম্ভা, বস্ত্রখণ্ডযুক্ত প্রচুর ঘৃত লইয়া (যজমান সহ) দণ্ডায়মান হইয়া—"ওঁ মূর্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বনরমৃত আজাতমগ্নিম্ কবিগুঁ সম্রাজমতিথিং জননামাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ স্বাহা।।" অতঃপর পূর্ণপাত্র উৎসর্গ করিবেন। যথা—"ওঁ এতস্মৈ পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যায় নমঃ।" মন্ত্র তিনবার পাঠান্তে তিনবার কুশোদক দিয়া, "এতে গন্ধপুষ্পে পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যায় নমঃ, গতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণুবে নমঃ, এতৎ সম্প্রাদনায় ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ শ্রীশ্রী গণেশ পূজাঙ্গীভূত হোম কর্মণি ব্রহ্মকর্ম প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামেতৎ পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যং ব্রহ্মণে অহং সম্প্রদদে (পরার্থে—দাদানি)।" অতঃপর কুশোদকদ্বারা "ব্রহ্মণ্ ক্ষমস্ব।" মন্ত্রে ব্রহ্মার বিসর্জন করিবেন। শালগ্রাম শিলায় বিসর্জন নাই। অতঃপর "ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ।" মন্ত্রে ঈশান কোণে কিঞ্চিৎ জল দিবেন। 'ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব।" মন্ত্রে অগ্নির ঈশান কোণে দধি বা দুগ্ধ দিবেন। অতঃপর ভস্ম গ্রহণ করিয়া তিলক করিয়া অগ্রে নারায়ণ শিলা, গণেশকে দিয়া, নিজের ও যজমানের ললাটে তিলক দিবেন। ললাটে—ওঁ কশ্যপস্য ত্রায়ুষং। কণ্ঠে—ওঁ জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং। দক্ষিণ-বাহুমূলে—ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং। বামবাহুমূলে—ওঁ তত্তেঽস্তু ত্র্যায়ুষং। হৃদি—তন্মেঽস্তু

ত্র্যায়ুষম্। অতঃপর দক্ষিণান্ত করিবেন।

দক্ষিণান্ত—"এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় (রজতমূল্যং, হরীতকী ফলং বা) নমঃ।" মন্ত্র তিনবার পাঠপূর্বক তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য অমুক দেবশর্মণঃ দাসঃ, দেবী বা দাসী) বাণিজ্যবৃদ্ধিকামঃ (স্ত্রীপক্ষে—কামাঃ) বিষ্ণু-লক্ষ্মী সহিত গণেশপূজা তদ্ধোম কর্মণঃ সাঙ্গতার্থং এতৎ কাঞ্চনমূল্যং (রজতমূলং হরীতকী ফলং বা) শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চিতং ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদদে (পরার্থে—দদানি)।"

অচ্ছিদ্রাবধারণ—"বিষ্ণু-লক্ষ্মী সহিত শ্রীশ্রী গণেশ পূজাকর্মাচ্ছিদ্রমস্তু।" অতঃপর বৈগুণ্য সমাধান করিবেন।

বৈগুণ্য সমাধান—"ওঁ অদ্যকৃতোঽস্মিন্ শ্রীশ্রীবিষ্ণু-লক্ষ্মী সহিত গণেশ পূজাকর্মণি যদ্ যদ্ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণু স্মরণমহং করিষ্যে।" মন্ত্রে বৈগুণ্য সমাধান করিয়া—"ওঁ শ্রীবিষ্ণু।" এই মন্ত্র দশবার জপ করিবেন।

—ইতি যজুর্বেদীয় হোমবিধি সমাপ্তম্—

ঋগ্বেদীয় হোম

হোতা পূর্বাস্যে বসিয়া আচমনপূর্বক গোময়াদি লিপ্ত স্থানে বালুকার দ্বারা একহস্ত প্রমাণ সমচতুষ্কোণ স্থণ্ডিল নির্মাণ করিয়া, প্রাদেশ প্রমাণ ছয়টি রেখা অঙ্কন করিবেন। ইহার মধ্যে ১টি উত্তরাগ্র, ৩টি তদূর্দ্ধে, ১টি পূর্বাগ্র, তাহার মধ্যে ৩টি পূর্বাগ্র,পুনঃ একটি উত্তরাগ্র রেখা করিবেন।

অতঃপর কুশোদকে স্থণ্ডিল অভ্যুক্ষণ করিয়া—"বশিষ্ঠঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নির্দেবতা সন্নিহিতস্থানে অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়ন্তে যোলি করিষ্যে যতো জাতোঽরোচযাঃ। তং জাননগ্ন আসীদাঘানো বর্দ্ধয়া গিরঃ।" মন্ত্র পাঠপূর্বক কাংস, তাম্র বা নূতন মৃণ্ময় সরাবে শুদ্ধাগ্নি লইয়া স্থণ্ডিলের দক্ষিণে স্থাপন করিবেন। মন্ত্র, যথা—"দমনঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো অগ্নিসংস্কারার্থং জলতৃণনিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।।" মন্ত্র পাঠান্তে স্থণ্ডিলের নৈঋত কোণে উক্ত অগ্নি ত্যাগ করিয়া, পুনরায় শুদ্ধাগ্নি লইয়া—"প্রজাপতির্ঋষি প্রজাপতির্দেবতা বৃহতীচ্ছন্দঃ অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ।" মন্ত্রে স্থণ্ডিলের মধ্যস্থ ষড়রেখার মধ্যে আত্মাভিমুখে স্থাপন করিবেন। অতঃপর করযোড়ে পাঠ করিবেন—"ওঁ সর্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্বতোঽক্ষি- শিরোমুখঃ। বিশ্বরূপ মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্বকর্মসু।। দমনঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইহৈবায় মিতরো

জাতবেদা, দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্।। বসুশ্রুতর্ঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ জুষ্টো দমুনা অতিথি- দুর্রোণসৎ, ইমং নো যজ্ঞমুপযাতি বিদ্বান্। বিশ্বা অগ্নে অভিযুঞ্জো ধিয়তাং, শত্রুয়তা মা ভরা ভোজনানি। বামদেব্য ঋষিরগ্নিদেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ অগ্নিধ্যানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চত্বারি শৃঙ্গাণি ত্রয়ো অস্য পাদা। দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তানো অস্য। ত্রিদা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতে, মহা দেবো মর্ত্ত্য আ বিবেশ।। রাহুগণো গোতমর্ঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো অগ্ন্যাবাহনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ত্রহ্যগ্ন ইহ গোতা নিষীদা, দব্ধঃ সু পুর এতো ভবা নঃ। অবতাং ত্বা রোদসী বিশ্বমিন্দ্রে, যজামহে সৌমনসায় দেবান্।।"

অতঃপর দক্ষিণ জানু পতিত করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ তিনটি সাগ্র কুশ ঘৃতাক্ত করিয়া অমন্ত্রক অগ্নিতে দিয়া সঙ্কল্পবাক্য পাঠ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ, অমুক দাসঃ, অমুকী দেবী বা দাসী) বাণিজ্যবৃদ্ধিকামঃ (স্ত্রীপক্ষে—কামাঃ) শ্রীশ্রীগণেশ পূজাঙ্গভূত হোম কর্মণি দ্রব্যদেবতায় গ্রহণায় অন্বধনমহং করিষ্যে। (পরার্থে—করিষ্যামি)।" এইরূপে সঙ্কল্পপূর্বক অগ্নির অভিমুখে যোড়হস্তে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ অস্মিন্নন্বা-হিতেঽগ্নৌ অগ্নিং জাতবেদসে মিধ্মন, প্রজাপতিমাঘারাভ্যাম্, অগ্নিয্যেমৌ চক্ষুষী আজ্যভাগাভ্যাম্ প্রধানদেবতাং ইয়ং সংখ্যক (সংখ্যা উল্লেখ্য) সাজ্য বিল্বপত্র সমিদ্ভিঃ হুত

শেষেণাগ্নিং স্বিষ্ট কৃতম্, ইধ্মসন্নহনেন রুদ্রম্, অয়ানামানমগ্নিং দেবান্ বিষ্ণুমগ্নিং বায়ুং সূর্য্যং প্রজাপতিঞ্চ সর্বাঃ প্রায়শ্চিত্তদেবতাঃ আজ্যে নাহং সাদ্যো যক্ষ্যে। (পরার্থে—যক্ষ্যামি)।" অতঃপর প্রাদেশ প্রমাণ সাগ্র তিনটি কুশ লইয়া উত্তরে ভ্রমণ করাইবেন। অপর তিনটি দক্ষিণে ভ্রমণ করাইবেন। অপর তিনটি কুশ দক্ষিণ হইতে উত্তরে ভ্রমণ করাইবেন। অতঃপর ঐগুলির দ্বারা তিনটি রজ্জু প্রস্তুত করিয়া ঐ রজ্জু পূর্বাগ্রে রাখিবেন। ইহার পর প্রাদেশ প্রমাণ একমুষ্টি কুশ নখ ব্যতীত ছেদন করিয়া, সেই কুশমুষ্টি পূর্বাগ্রে রাখিয়া সেই রজ্জু দ্বারা কুশগুলির পূর্বাগ্র দুই পাক দিয়া বাঁধিবেন। অপর রজ্জুদ্বারা কুশমূল দুই পাক দিয়া বাঁধিবেন। অপর রজ্জুদ্বারা পলাশ, খদির বা কষ্ঠের পঞ্চদশ সমিধ একবার জড়াইয়া বাঁধিবেন।*

অতঃপর অগ্নির ঈশান কোণ হইতে দক্ষিণাবর্তে সম্মার্জন কুশদ্বারা মার্জন করিয়া অগ্নির বিক্ষিপ্ত অংশগুলি একত্র করিবেন। এইক্রমে—ঐ কুশগুলি অগ্নির উত্তরে বিছাইবেন। অতঃপর পূর্ব-পশ্চিমে উত্তরাগ্র কতকগুলি প্রাদেশ প্রমাণ কুশ এবং উত্তর-দক্ষিণে কতকগুলি প্রাদেশ প্রমাণ কুশ বিছাইবেন। ইহার পর দক্ষিণ দিকের উক্ত কুশগুলি কতকগুলি অপর কুশদ্বারা মূলদেশ আচ্ছাদন করিবেন। অপর একটি দীর্ঘ কুশ তাহার উপর পাতিবেন। অতঃপর অগ্নির উত্তরে কতকগুলি সাগ্র কুশ পাতিয়া ব্রহ্মাসন প্রস্তুত করিবেন। অতঃপর অগ্নির ঈশান কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণক্রমে তিনবার জলধারা দিবেন। অগ্নির উত্তরে

* সমিধের পরিবর্তে বিল্বপত্র সমিধ হইলে কুশরজ্জু গ্রন্থিসমিধ পাত্রের নিম্নে রাখিবেন।

আস্তৃত কুশগুলি (দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর দিক পর্য্যন্ত) হস্তে লইয়া যজ্ঞীয় দ্রব্যসকল প্রোক্ষণ করিবেন। অতঃপর পবিত্রচ্ছেদনার্থ দুই গাছা সাগ্র কুশ লইয়া প্রাদেশ প্রমাণ মাপিয়া—"ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ।" মন্ত্রে নখ ব্যতিরেকে ছেদনপূর্বক—"ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ।" মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া তাহার দ্বারা প্রোক্ষণী পাত্রের জল লইয়া আজ্যপাত্র, স্রুব্ ইত্যাদি প্রোক্ষণ করিবেন। অতঃপর পর দুই গাছা সাগ্র কুশ লইয়া—"প্রজাপতির্ঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পুতে স্থঃ।" মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া তাহার দ্বারা প্রোক্ষণী পাত্রে জল লইয়া আজ্যপাত্র, স্রুব্ ইত্যাদি প্রোক্ষণ করিবেন।

অতঃপর পর দুই গাছা সাগ্র কুশ লইয়া—"প্রজাপতির্ঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণবৌ।" মন্ত্র পাঠপূর্বক প্রাদেশ প্রমাণ মাপিয়া নখ ব্যতিরেকে ছেদন করিয়া—"প্রজাপতির্ঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রমার্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ।" মন্ত্রে অভ্যুক্ষণপূর্বক প্রোক্ষণী পাত্রে পূর্বাগ্রে রাখিবেন। অতঃপর বামহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা উক্ত পবিত্রের অগ্রভাগ এবং দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা মূলভাগ চিৎহস্তে প্রোক্ষণী পাত্রের জলে তিনবার ডুবাইবেন। পরে ইহা প্রোক্ষণী পাত্রেই রাখিবেন।

অতঃপর কুশময় ব্রহ্মা হস্তে লইয়া হোতা বলিবেন—"প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দেবতা ব্রহ্মাসন বীক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অহে দৈধিষব্যোদতস্তিষ্ঠানস্য সদনে সীদ, যোঽস্মাৎপাকতরঃ।" মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা ব্রহ্মাসন প্রোক্ষণপূর্বক এক গাছা কুশ বামহস্তের অনামিকা এবং অঙ্গুষ্ঠদ্বারা

লইয়া—“প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দেবতা তৃণনিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্ত পরাবসুঃ।” মন্ত্রে নৈর্ঋত কোণাদিক্রমে তৃণনিরসনপূর্বক কুশটি ঈশান কোণে ফেলিয়া—“প্রজাপতির্ঋষির্ব্রহ্মা দেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদমসর্বা সবোঃ সদনে সীদামি।” মন্ত্র পাঠান্তে ব্রহ্মাকে উত্তরমুখে কুশের উপর স্থাপন করিবেন। অতঃপর ব্রহ্মার পরিবর্তে হোতা পাঠ করিবেন—“প্রজাপতির্ঋষির্বৃহস্পতির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো ব্রহ্মজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ বৃহস্পতি-র্ব্রহ্মা ব্রহ্মাসদন আসিষ্যতে। বৃহস্পতে যজ্ঞং গোপায় ॥”

অতঃপর হোতা—“ওঁ ব্রহ্মাণে নমঃ।” মন্ত্রে কুশ-পুষ্পাদির দ্বারা ব্রহ্মার অর্চনা করিয়া প্রণাম করিবেন। তাহার পর হোতা—“ওঁ ব্রহ্মান্নপঃ বৃহস্পতি প্রসূতঃ।” এই মন্ত্র পাঠান্তে বলিবেন—“ওঁ প্রণয়।” ইহার পর প্রণীতা পাত্র (যজ্ঞকাষ্ঠ নির্মিত কোশা) অগ্নির পশ্চিমে রাখিয়া তাহাতে গন্ধ-পুষ্পে কুশাদি দিয়া আচ্ছাদিত করিবেন। (যজ্ঞকাষ্ঠ নির্মিত কোশার অভাবে তাম্র বা রৌপ্যাদি নির্মিত কোশা ব্যবহার করিবেন)।

অনন্তর আজ্যস্থালী, স্রুব্ প্রভৃতি তিনবার অগ্নিতে স্পর্শ করাইয়া তিনবার তাহাতে কুশোদক দিয়া বলিবেন—“প্রজাপতির্ঋষিরাজ্যং দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো আজ্যোৎপবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সবিতুস্তা প্রসব উৎপূর্ণাচ্ছিদ্রেন পবিত্রেন (বসোঃ) সূর্য্যাশ্চ রশ্মিভিঃ স্বাহা ॥” মন্ত্র পাঠান্তে দক্ষিণ হস্তে আজ্যস্থালী, স্রুব্ প্রভৃতি অগ্নিতে স্পর্শ করাইবেন। অতঃপর একখণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠ আজ্যস্থালীর উপর ভ্রমণ করাইবেন। অতঃপর অগ্নির অলঙ্করণ করিবেন। যথা—

"বসুশ্রুতঋষি জাতবেদোঽগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌চ্ছন্দঃ অগ্ন্যালঙ্করণে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিশ্বানি নো দুর্গহা জাতবেদা, সিন্ধুং ন নাবা দুরিতাতি এধি। অগ্নে অত্রিবসুন্নমনা গৃহাণোঽস্মাকং বোধ্যবিতা তনূনাম্ ।। ওঁ যস্ত্বা হৃদাকীরিণা, মন্যোমনোঽমর্ত্যাং মর্ত্যো জোহব্রীমি। জাতবেদো যশো অস্মাসু ধেহি, প্রজাভিরণে অমৃতত্বমশ্যাম্।। ওঁ অস্মৈ ত্বং সুকৃতে জাতবেদ, ওঁ লোকমগ্নেঽকৃণবঃ স্যোনম্। অশ্বিনং সপুত্রিনং বীরবন্তং গোমন্তং রায়ং নশতে স্বস্তি।।"

অতঃপর আজ্য লইয়া—"ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে ইদং নমঃ।" মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিবেন। পুনরায় আজ্য, লইয়া—"ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে।।" মন্ত্রে অগ্নির বায়ুকোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত ঘৃতধারা দিবেন। এইক্রমে—"ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। ইদং অগ্নয়ে।।" অগ্নির উত্তরে ঘৃতধারা দিবেন।" ওঁ সোমায় স্বাহা। ইদং সোমায়।।" মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণে ঘৃতধারা দিবেন। অতঃপর প্রকৃত কর্ম করিবেন।

প্রকৃত কর্ম—প্রথমে সঙ্কল্প করিবেন—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ বা দাসঃ) বাণিজ্যবৃদ্ধিকামঃ শ্রীশ্রীগণেশ পূজাঙ্গভূত ওঁ গাং গণপতয়ে স্বাহেতি মন্ত্রেণ ইয়ৎসংখ্যক (সংখ্যা উল্লেখ) সাজ্য বিল্বপত্র সমিদ্ভিঃ হোম কর্মাহং করিষ্যে। (পরার্থে—করিষ্যামি)।" অতঃপর অগ্নির "বলদ" নামকরণ করিবেন। যথা—"ওঁ অগ্নেত্বং বলদনামাসি।" অতঃপর "পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রু কেশাক্ষ" ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান এবং "ওঁ বলদনামাগ্নে ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি

মন্ত্রে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রাদ্বারা আবাহনপূর্বক—"এষ গন্ধঃ বলদনামাগ্নে নমঃ।" এইক্রমে—"এষ পুষ্পঃ, এষ ধূপঃ, এষ দীপ, এতৎ আজ্য নৈবেদ্যম্।" ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা পূর্বক সমিধের অর্চনা করিবেন। যথা—"ওঁ এতাভ্যঃ বিল্বপত্র সমিদ্ভ্যঃ নমঃ।" মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিনবার কুশোদক দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিল্বপত্র সমিদ্ভ্যঃ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ।" মন্ত্রে অর্চনাদি করিয়া এক একটি বিল্বপত্র ঘৃতাক্ত করিয়া চিৎহস্তে "ওঁ গাং গণপতয়ে স্বাহা।" মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিবেন। অতঃপর প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবেন। প্রথমে মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন।

মহাব্যাহৃতি হোম—"ওঁ ভূঃ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে।। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ইদং বায়বে।। ওঁ স্বঃ স্বাহা। ইদং সূর্য্যায়।। ওঁ প্রজাপতির্ঋষিঃ বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা।" অতঃপর একটি প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত কুশ সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে দিয়া প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবেন।

প্রায়শ্চিত্ত হোম—প্রথমে সঙ্কল্প করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শ্রীশ্রীগণেশ পূজা কর্মাঙ্গভূত হোমকর্মণি যদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় প্রায়শ্চিত্ত হোম মহং করিষ্যে।" অতঃপর "অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি।" মন্ত্রে অগ্নির বিধুনামকরণ করিয়া, "ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রু কেশাক্ষঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান ও "ওঁ বিধুনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন্যাদি

পঞ্চমুদ্রাদ্বারা আবাহনপূর্বক—"এষ গন্ধঃ ওঁ বিধুনামাগ্নে নমঃ" এইক্রমে—"এষ পুষ্পঃ, এষ ধূপঃ, এষ দীপঃ, এতৎ আজ্যনৈবেদ্যম্ ওঁ বিধুনামাগ্নে নমঃ।" মন্ত্রে পূজা করিয়া নিম্ন মন্ত্রে ঘৃতাহুতি দিবেন। যথা—"বিমদঋষির্বয়োনামাগ্নির্দেবতা পঙক্তিশ্ছন্দঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়াশ্চাগ্নেঽস্যানভিস্বস্তিপাশ্চ, সত্যমিত্ব-ময়া অসি। আয়সা বয়সা কৃতোঽয়া সম-হব্যমূহিষয়া সন্ ধেহি ভেষজং স্বাহা।। মেধাতিথিঋষিবিষ্ণুর্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। এতো দেবতা অবস্তু নো, যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে। পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ স্বাহা।। মেধাতিথিন্ঋষি বিষ্ণুর্দেবতা, গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নি দধে পদম্। সমূঢ়মস্য পাংসুলে স্বাহা।। পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঋষিরগ্নির্দেবতা দৈবী গায়ত্রীছন্দঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা।। পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঋষির্বায়ুদেবতা দৈব্যুষ্ণিবৃচ্ছন্দঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা।। পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা দৈবানুষ্টুপ্‌চ্ছন্দঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা।। পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা দৈবীবৃহতীচ্ছন্দঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা।।" অতঃপর নবগ্রহ হোম করিবেন।

নবগ্রহ হোম—"ওঁ রবিগ্রহায় স্বাহা। ইদং রবিগ্রহায়। ওঁ চন্দ্রগ্রহায় স্বাহা। ইদং চন্দ্রগ্রহায়। ওঁ মঙ্গলগ্রহায় স্বাহা। ইদং মঙ্গল গ্রহায়। ওঁ বুধগ্রহায় স্বাহা, ইদং বুধগ্রহায়। ওঁ বৃহস্পতি গ্রহায় স্বাহা, ইদং বৃহস্পতি গ্রহায়। ওঁ শুক্রগ্রহায় স্বাহা, ইদং শুক্রগ্রহায়। ওঁ শনৈশ্চর

গ্রহায় স্বাহা, ইদং শনৈশ্চর গ্রহায়। ওঁ রাহু গ্রহায় স্বাহা, ইদং রাহু গ্রহায়। ওঁ কেতুভ্যঃ স্বাহা, ইদং কেতুভ্যঃ।।" ইহার পর ইন্দ্রাদি দিকপালের হোম করিবেন।

দিকপাল হোম—"ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা, ইদমিন্দ্রায়। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, ইদমগ্নয়ে। ওঁ যমায় স্বাহা, ইদং যমায়। ওঁ বায়বে স্বাহা, ইদং বায়বে। ইদং বরুণায় স্বাহা, ইদং বরুণায়। ওঁ ঈশানায় সাহা, ইদমীশালায়। ওঁ কুবেরায় স্বাহা, ইদং কুবেরায়। ওঁ নৈর্ঋতায় স্বাহা, ইদং নৈর্ঋতায়। ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা, ইদং ব্রহ্মণে। ওঁ অনন্তায় স্বাহা, ইদমনন্তায়।।" অতঃপর প্রত্যক্ষ দেবতার হোম করিবেন।

প্রত্যক্ষ দেবতার হোম—"ওঁ নারায়ণায় স্বাহা, ইদং নারায়ণায়। ওঁ লক্ষ্ম্যৈ স্বাহা, ইদং লক্ষ্ম্যৈ। ওঁ সরস্বত্যৈ স্বাহা, ইদং সরস্বত্যৈ। ওঁ পুষ্টৈ্য স্বাহা, ইদং পুষ্টৈ্য। ওঁ ইষ্টদেবদেবীভ্যঃ স্বাহা, ইদং ইষ্টদেবদেবীভ্যঃ। ওঁ কুলদেবদেবীভ্যঃ স্বাহা, ইদং কুলদেবদেবীভ্যঃ। ওঁ মূষিকায় স্বাহা, ইদং মূষিকায়। ওঁ সর্বেভ্যো দেবেভ্যোঃ স্বাহা, ইদং সর্বেভ্যো দেবেভ্যঃ। ওঁ সর্বাব্যো দেবীভ্যো স্বাহা, ইদং সর্বেভ্যো দেবীভ্যো।" অতঃপর পূর্ণাহুতি দিবেন।

পূর্ণাহুতি—"ওঁ অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি।" মন্ত্রে অগ্নির মৃঢ় নামকরণ করিয়া, "ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রু কেশাক্ষঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান এবং "ওঁ মৃড়নামাগ্নে ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক, "এষ গন্ধঃ ওঁ মৃঢ়নামাগ্নে নমঃ।" এইক্রমে "এতৎ পুষ্পম্, এব ধূপঃ, এষ দীপঃ, এতৎ আজ্যনৈবেদ্যম্ ওঁ মৃঢ়নামাগ্নে নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা পূর্বক ফল,

তাম্বুল, পুষ্প ও বস্ত্রখণ্ডাদি সহ প্রচুর ঘৃত লইয়া (পরার্থে—যজমান সহ) দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ণাহুতি দিবেন। বামদেব্যঋষিরগ্নির্দেবতা জগতীচ্ছন্দঃ পূর্ণহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ধামন্ তে বিশ্বং, ভুবনমধিশ্রিত, মন্তঃ সমুদ্রে হৃদ্যন্তরায়ুধি। অপনীকে সমিধে য আভৃত, স্তমশ্যাম মধুমন্তং ৩ উর্মিং স্বাহা।।" পরে অগ্নির বিসর্জন করিবেন। যথা—

"হরিণ্যসর্ভঋর্ষিঃ সারস্বতোঽহগ্নির্দেবতা স্বরাড়নুষ্টুপ্ছন্দঃ সংস্থাজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওঞ্চ মে, স্বয়ঞ্চ মে, যজ্ঞোপ চ তে নমশ্চ। যত্তে ন্যূনং তস্মৈ তে উপমত্তেঽতিরিক্তং তস্মৈ তে নমঃ।। প্রজাপতির্ঋষির্যজ্ঞো দেবতা যজ্ঞ বিসর্জনে বিনিয়োগঃ । ওঁ যজ্ঞং যজ্ঞং গচ্ছ। যজ্ঞপতিং গচ্ছ, স্বাং যোনিং গচ্ছ স্বাহা।। এষ তে যজ্ঞপতে সহসূক্তবাকঃ সুবীরঃ স্বাহা।।" মন্ত্র পাঠান্তে অগ্নিতে জলধারা দিবেন। "ওঁ পথ্বি ত্বং শীতলা ভব।" অগ্নিতে দধি বা দুগ্ধ দিবেন। অতঃপর স্থণ্ডিলের ঈশান কোণ হইতে ভস্ম গ্রহণপূর্বক তিলক প্রস্তুত করিয়া অগ্রে নারায়ণ ও গণেশকে দিয়া নিজের ও যজমানের ললাটে তিলক দিবেন। মন্ত্র (ললাটে)—ওঁ জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষম্। (দক্ষিণ এবং বাম বাহুমূলে)—ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষম্। (হৃদয়ে)—ওঁ তন্মে অস্তু ত্র্যায়ুষম্।" অতঃপর স্রুক স্রুব অগ্নিতে দিবেন। পরে প্রণীতাপাত্র আনিয়ে সেই জল মস্তকে দিবেন। মন্ত্র, যথা—"বেদশ্রবাঋষিরাপো দেবতাস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো মার্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো আস্মান্মাতরঃ শুন্ধয়ন্ত ঘৃতেন নো ঘৃত পঃ পুনন্তু বিশ্বং হি বিপ্রং প্রবহন্তি দেবীরুদিদাভ্যঃ শুচিরাপুত ত্রমি।। মেধাতিথির্ঋষিরাপো দেবতা অনুষ্টুপ্ছন্দো মার্জনে বিনিয়োগঃ। ইদমাপঃ প্রবহত, যৎ কিঞ্চিৎ দুরিতং ময়ি। যদ্

বাহ-মভি-দু'দ্রোহ, যদ্ বা শেপ উতানৃতম্।। প্রজাপতিঋষিরাপো দেবতা মার্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সুমিত্রা ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু দুর্মিত্র্যাস্তস্মৈ ভুয়াসুমোঽস্মান্ দ্বেষ্টি, মঞ্চ বয়ং দিষ্মঃ।" মন্ত্র পাঠান্তেনিজের ও যজমানের মস্তকে দিবেন। অতঃপর পূর্ণপাত্র ভোজ্য উৎসর্গ করিবেন।

যথা—"ওঁ এতস্মৈ পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যায় নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধি-পতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎসম্প্রদানায় ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।" মন্ত্রে অর্চনা করিয়া উৎসর্গ বাক্য পাঠপূর্বক উৎসর্গ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ শ্রীশ্রীগণপতিদেবতা প্রীতিকামনয়া কৃতৈতদ্ধোম কর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চিতং ব্রহ্মণে (কুশময় ব্রহ্মার পক্ষে)—যথাসম্ভব গোত্র নাম্নে ব্রহ্মণায় সম্প্রদদে। (পরার্থে—দদানি)।"

এইরূপে উৎসর্গ করিয়া "ওঁ ব্রহ্মণ্ ক্ষমস্ব।" মন্ত্রে কুশময় ব্রহ্মাকে বিসর্জন করিয়া ব্রহ্মগ্রন্থি খুলিয়া দিবেন। —নারায়ণ শিলাইকে যদি ব্রহ্মা করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিসর্জন হইবে না। অতঃপর পূর্ব্ববৎ যজুর্দেদীর অনুসারে ব্রাহ্মণের দক্ষিণান্ত করিয়া ও বিসর্জন দিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য সমাধান করিবেন।

—ইতি ঋগ্বেদীয় হোম বিধি সমাপ্তম্—

বিসর্জন

"ওঁ গণপতি ক্ষমস্ব।" মন্ত্রে ঘটে কিঞ্চিৎ জল দিয়া ঘট নাড়িয়া দিবেন। অতঃপর সংহারমুদ্রায় একটি নির্মাল্য গ্রহণ করিয়া আঘ্রাণপূর্বক ঈশান কোণে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া,তাহার উপর রাখিয়া—"ওঁ নির্মাল্যবাসিন্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে নির্মাল্যদ্বারা পূজা করিয়া— করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং পরমেশ্বর। সংবৎসর ব্যতীতে তু পুনরাগমণায় চ॥" ইহার পর সংহারমুদ্রাদ্বারা প্রতিমা নাড়িয়া দিবেন।

সংহারমুদ্রা

শান্তি মন্ত্র

সামবেদীয় শান্তি মন্ত্র—"ওঁ কয়ানশ্চিত্র ইত্যস্য মহাবামদেব্য ঋষির্বিরাড়্গায়ত্রীচ্ছন্দো ইন্দ্রো দেবতা শান্তিকর্মণি জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ কায়নশ্চিত্র আভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা। ওঁ কয়াশচিষ্ঠয়াবৃতা। ওঁ কস্ত্বাসত্যোসদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ। দৃঢ়াচিদারুজে বসুঃ। ওঁ অভী যু নঃ সখীনামমবিতা জরীতৃণাং শতং ভবাস্যুতয়ে॥ ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ। ওঁ দ্যৌঃ শান্তিঃ, অন্তরিক্ষং শান্তিঃ, পৃথিবীং শান্তিঃ, আপোশান্তিঃ, ওষধয়ো শান্তিঃ, বনস্পতয়ো শান্তিঃ, বিশ্বদেবাঃ শান্তিঃ, ব্রহ্মং শান্তিঃ, সর্বং শান্তিঃ, শান্তিবের শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ॥"

যজুর্বেদীয় শান্তি মন্ত্র—"ওঁ ঋচং বাচং প্রপদ্যে, মনাযজুঃ প্রপদ্যে, সামপ্রাণং প্রপদ্যে,

চক্ষুঃশোত্রং প্রপদ্যে, বাগৌ যঃ সহজো ময়ি। প্রাণাপানয়োর্যন্মেচ্ছিদ্রং চক্ষুযোর্হৃদয়স্য ব্যতিতৃর্ণং বৃহস্পতির্মে দধাতু শন্নোভবতু ভুবনস্য যস্পতিঃ। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ।। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি। ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ ।।”

ঋগ্বেদীয় শান্তি মন্ত্র—“ওঁ সদ্দলী পাবয়ন্তে তন্মুঞ্চয়তিবচো যথা। আভ্যাবন্তং যমাবন্তং যত্রবেদম্ ইতি ব্রুবন্ ।। যায়াকেতুং পুরস্পৃহং ভারতী ব্রহ্মবর্দ্ধিনী। সন্ জনানাস্ অভিহিতো যত্রবেদম্ ইতি ব্রুবন্ ।। ওঁ ইন্দ্রস্তং কিং বিভুম্ প্রভুর্ভানুনায়াম্ সরস্বতীম্। যেন সূর্য্যম্ অরোচয়ৎ যেনমোরোদসী উভে ।। ওঁ জুষস্বাগ্নে আঙ্গীরস কান্বং মেধাতিথিম, আত্মাসোমোস্যবৃহৎ, শোতস্যুর্মধ্যমোত্তমঃ ।। যুষস্বাগ্নে আঙ্গীরসঃ শোভস্যুদ্যৈবরীতমঃ। অশান্তমাশান্তমাভিঃ শান্তে স্বস্তিম্ অকুর্বত ।। ওঁ শন্নঃ কণিকৃদন্ দেব পর্য্যনোঽভিবর্ষতু। ওঁ ওষধয়ঃ প্রদীপয়ন্তাং শন্নোদ্যাবা পৃথিবীগুঁ প্রজাভ্যঃ শন্নোঽস্তু দ্বিপদেশং চতুষ্পদে ।। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তিনস্তার্ক্ষ্যোঽহরি- ষ্টনেমিং, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ।। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি। ওঁ দ্যৌঃ শান্তিঃ, ওঁ অন্তরিক্ষঃ শান্তিঃ, ওঁ পৃথিবী শান্তিঃ। ওঁ বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ। ওঁ ওষধয়ঃ শান্তিঃ। ওঁ সর্বাপচ্ছান্তিঃ। ওঁ সর্বং শান্তিঃ। ওঁ ব্রহ্মং শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তি।”

—ইতি শ্রীশ্রীগণেশ পূজা পদ্ধতি সমাপ্তম্।—

সবার অবগতি স্বরুপ জানানো যাচ্ছে যে ॐপৌরোহিত্য-পূজা বিজ্ঞান।✡ গ্রুপ নিজেরা কোনো ধরনের পিডিএফ তৈরী,পরিবর্তন,পরিবর্ধন করে না এবং এর দায় ও স্বীকার করেনা। বিভিন্ন অনলাইন মাধ্যম হতে পিডিএফ গুলি সংগৃহিত।